ব্যবসায় পরিচিতি
(Introduction to Business)

ভূমিকা

মানুষের অভাব অপরিসীম। মানুষের এই অভাববোধ এবং অভাব পূরণের জন্য বিনিময়-ব্যবস্থার সূত্র ধরেই ব্যবসায়ের জন্ম। ব্যবসায় পণ্য বা সেবা সরবরাহ করে মানুষের অভাব মোচন করে। এই পণ্য বা সেবা ব্যবসায় নিজে উৎপাদন করে অথবা অন্য উৎপাদকের নিকট হতে সংগ্রহ করে বিনিময় করে। মানুষের অভাব যেমন বারবার অনুভূত হয় ব্যবসায় ও তেমনি পুনঃ পুনঃ উহা পূরণ করে। সুতরাং পুনঃ পুনঃ বিনিময়ই ব্যবসায়ের ধর্ম।

ব্যবসায়ের ইংরেজী Business শব্দটি Busy (Busyness) শব্দ হতে উদ্ভূত হয়েছে, যার অভিধানগত অর্থ হল- যে কোন কাজে ব্যস্ত থাকা (Being busy in any work)। কিন্তু ব্যবসায়ের এ অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক ও অসম্পূর্ণ। কেউ খেলাধুলায়, গানবাজনায় কিংবা নিছক গল্প-গুজবে ব্যস্ত থাকতে পারে। কিন্তু ইহাকে কখনই ব্যবসায় বলা যায় না। অন্যদিকে, মানুষের সকল অর্থনৈতিক কাজে ব্যস্ত থাকাকেও ব্যবসায় বলা যায় না। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অবশ্যই প্রচলিত আইনে বৈধ হতে হবে। অর্থাৎ অবৈধ অর্থনৈতিক তৎপরতাকে ব্যবসায় বলে বিবেচনা করা হয় না। যেমন- চোরাকারবারী, কালোবাজারী। ব্যবসায় হল বৈধ অর্থনৈতিক কার্যাবলী, যার উদ্দেশ্য হল মুনাফা অর্জন করা। যেমন- কৃষিকাজ, মৎস্য চাষ, হাস-মুরগী ফার্ম, ডেইরি ফার্ম, শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং শিল্প পণ্য তৈরী, ডাক্তারী, ওকালতি, ব্যাংকিং প্রভৃতি। সুতরাং মানুষ তার অভাব পূরণের লক্ষ্যে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্য বা সেবা উৎপাদন, বন্টন ও এর সংশ্লিষ্ট যে সকল বৈধ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যস্ত থাকে তাকেই ব্যবসায় বলা হয়ে থাকে। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত সকল কাজই ব্যবসায় হিসেবে গণ্য করা হয়ঃ

ক. পণ্য ও সেবার উৎপাদন, খ. পণ্য বা সেবার ক্রয়-বিক্রয় অর্থাৎ বন্টন, গ. উৎপাদন ও বন্টনের সহায়ক কার্যাবলী যেমন- ব্যাংক, বীমা, পরিবহন, গুদামজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি।

ব্যবসায়ের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, আওতা ও গুরুত্ব
Defination of Business, nature, scope & Importance

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ⑤ ব্যবসায়ের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন।
- ⑤ ব্যবসায়ের প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ⑤ ব্যবসায়ের আওতা বা পরিধি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ⑤ ব্যবসায়ের গুরুত্ব বা ভূমিকা কতখানি তা অনুধাবন করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু (Subject matter) ঃ

ব্যবসায়ের সংজ্ঞা ঃ সাধারণ অর্থে ব্যবসায় হল মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য কমমূল্যে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে বেশী মূল্যে তা অন্যের নিকট বিক্রয় করা। কিন্তু প্রকৃত অর্থে, ব্যবসায় শুধুমাত্র পণ্য-দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর অর্থ আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। পণ্য সামগ্রী ও সেবা উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তা বা ব্যবহারকারীর কাছে পৌছে দেয়া পর্যন্ত যাবতীয় বৈধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডই ব্যবসায়। সুতরাং ব্যাপক অর্থে বলা যায়, বৈধ উপায়ে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে তা দ্বারা ব্যবহারোপযোগী পণ্য-সামগ্রী ও সেবাক্রম উৎপাদন, উৎপাদিত পণ্যের বন্টন (গুদামজাতকরণ, পরিবহন, বীমা, ব্যাংকিং, বাজারজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি) এবং প্রত্যক্ষ সেবা সংক্রান্ত মানবীয় কার্যাবলীকে ব্যবসায় বলে।

ব্যবসায় প্রকৃতি (Nature of the Business)

প্রকৃতি (Nature) হল কোন কিছুর স্বভাব বা সহজাত বৈশিষ্ট্য বা তার ধরন, চলন, বলন, রীতিনীতি প্রভৃতি। মানুষের বহুবিধ অভাব পূরনের লক্ষ্যে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্য ও সেবা কর্মের উৎপাদন, বন্টন, ক্রয়-বিক্রয়, প্রত্যক্ষ সেবাদান সম্পর্কিত পৌনঃ পুনিক কার্যাবলী ব্যবসায়ের সহজাত বৈশিষ্ট্য। নিম্নে ব্যবসায়ের কতগুলো সহজাত বৈশিষ্ট্য বা স্বভাব বর্ণনা করা হলো, যার দ্বারা ব্যবসায়ের প্রকৃতি ফুটে উঠবে ঃ

১. মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যেই ব্যবসায় পরিচালিত হয়, জনসেবার জন্য নহে।

২. প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহ এবং এর দ্বারা মানুষের ব্যবহারোপযোগী পণ্যদ্রব্য ও সেবা উৎপাদন ব্যবসায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৩. ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা ব্যবসায়ের আরেকটি স্বভাব। মুনাফা অর্জন প্রধান উদ্দেশ্য হলেও মুনাফা না হয়ে লোকসান হতে পারে, উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় নাও হতে পারে, পরিবহন, গুদামজাতকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পণ্যদ্রব্য নষ্ট বা চুরি হতে পারে। অর্থাৎ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা ব্যবসায়ের প্রধান সাথী।

৪. অর্থনৈতিক কর্মকলাপের বা লেন-দেনের ধারাবাহিকতা বা পৌনঃ পুনিকতা ব্যবসায়ের আরেকটি অন্যতম সহজাত বৈশিষ্ট্য। হঠাৎ করে ২/১ টি লেনদেন হলে উহকে ব্যবসায় বলা যায় না। ব্যবসায়িক লেনদেন বা কর্মকান্ড অবশ্যই পৌনঃ পুনিক।

৫. ব্যবসায়ী বিক্রয়ের উদ্দেশ্যেই পণ্য বা সেবা উৎপাদন বা সংগ্রহ করে। তাই বিক্রয়ের অভিপ্রায় ব্যবসায়ের আরেকটি বৈশিষ্ট্য।

৬. ব্যবসায়ে পণ্য বা সেবার লেনদেনের অবশ্যই আর্থিক বিনিময় মূল্য থাকে।

৭. পণ্য বা সেবা হলো ব্যবসায়ের প্রধান উপকরণ বা সত্তদা।

৮. ব্যবসায় পরিবর্তনশীলতার সাথে খাপ খাইয়ে চলে।

৯. নায্যমূল্য ও সুবিধাজনক শর্তে গুণগত পণ্য ও সেবার যোগান দেয়া ব্যবসায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১০. ব্যবসায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সমাজের সেবামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদান কর।

ব্যবসায়ের আওতা (Scope of Business)

ব্যবসায়ের আওতা বলতে ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যক্ষেত্র বা কাজের গন্ডিকেই বোঝায়। ব্যবসায়ের আওতা বা পরিধি অত্যান্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে মানুষের বস্তুগত ও অবস্তুগত অভাব মিটানোর জন্য পণ্য-দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন, সংগ্রহ ও বন্টন এবং এদের সহায়ক যাবতীয় কার্যাবলী আধুনিক ব্যবসায়ের আওতাভুক্ত। মূল্যের বিনিময়ে ভোক্তাকে সেবা পরিবেশনও আধুনিক ব্যবসায়ের আওতাভুক্ত। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উৎপাদন সংক্রান্ত কাজ শিল্পের মাধ্যমে, সংগ্রহ ও বন্টন সংক্রান্ত কাজ বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। বন্টনের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় বা পণ্য বিনিময় মুখ্য কাজ হিসেবে গণ্য। অন্যান্য কাজ পণ্য বিনিময়ের সহায়ক কার্যাবলী হিসেবে বিবেচিত হয়। এই আলোকে ব্যবসায়ের আওতাকে নিম্নলিখিত ৪টি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়ঃ

১. শিল্প, ২. বাণিজ্য ৩. শিল্প ও বাণিজ্যের সহায়ক কাজ ও ৪. প্রত্যক্ষ সেবা।

শিল্প (Industry)

শিল্পের কাজ হলো প্রকৃতি হতে প্রাপ্ত সম্পদসমূহ উত্তোলন, শোধন ও প্রস্তুতকরণ। শিল্পজাত সেবাও শিল্পের আওতাভুক্ত। এছাড়া পণ্যের রূপগত পরিবর্তন সাধন করে নুতন নতুন উপযোগ সৃষ্টি করাও শিল্পের কাজ। উৎপাদনের প্রক্রিয়া ও কর্মপ্রচেষ্টায় ভিন্নতার কারণে শিল্পকে প্রধানতঃ নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা হল ঃ

ক. প্রজনন শিল্প

যে শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রী পুনরায় সৃষ্টি বা উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে প্রজনন শিল্প বলে। যেমন- নার্সারী, হ্যাচারী, হাঁস-মুরগীর খামার, পশুপালন ইত্যাদি।

খ. নিষ্কাশন

যে প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভূগর্ভ, পানি বা বায়ু হতে সম্পদ উত্তোলন বা আহরণ করা হয় তাকে নিষ্কাশন শিল্প বলে। খনিজ পদার্থ উত্তোলন, মৎস্য শিকার ইত্যাদি এরূপ শিল্পের আওতাভুক্ত।

গ. নির্মাণ শিল্প

যে প্রচেষ্টার মাধ্যমে রাস্তাঘাট, সেতু, বাঁধ, দালানকোঠা ইত্যাদি নির্মাণ করা হয় তাকে নির্মাণ শিল্প বলে।

ঘ. যান্ত্রিক বা সর্জন শিল্প

শ্রম ও যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কাঁচামাল বা অর্ধ প্রস্তুত জিনিসকে মানুষের ব্যবহারোপযোগী চূড়ান্ত পণ্যে প্রস্তুত করার প্রচেষ্টাকে যান্ত্রিক বা সর্জন শিল্প বলে। এরূপ শিল্পকে বিশ্লেষণ, যৌগিক, প্রক্রিয়াভিত্তিক, সংযোজন ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়।

ঙ. সেবা পরিবেশক শিল্প

মানুষের জীবনযাত্রা সহজ, নির্বিঘ্ন ও আরামদায়ক করার কাজে নিয়োজিত শিল্পকে সেবা পরিবেশক শিল্প বলে। গ্যাস সরবরাহ, বিদ্যুৎ সংযোগ, টেলিফোন, পানি সরবরাহ ইত্যাদির দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান এ শ্রেণীভুক্ত।

বাণিজ্য (Commerce)

বাণিজ্যের কাজ হলো শিল্পে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বন্টন করা এবং বন্টন কালে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা সমূহ দূর করে ভোগ কারীর নিকট পণ্য পৌছে দেয়া। বাণিজ্যের মাধ্যমে ব্যক্তিগত, কালগত, ঝুঁকিগত, অর্থগত, স্থানগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে পণ্যসামগ্রী ভোগকারীর নিকট পৌছানো হয়। বাণিজ্যের আওতা নিম্নরূপ ঃ

ক. পণ্য বিনিময় বা ক্রয়-বিক্রয়

পণ্য দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়কে বিনিময় বলে। বিনিময়ের মাধ্যমে পন্যের মালিকানা হস্তারিত হয় এবং ব্যক্তিগত বা স্বত্বগত প্রতিবন্ধকতা দূর হয়। পণ্য বিনিময় দু'প্রকার ঃ

১. অভ্যন্তরীণ পণ্য বিনিময়

দেশের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে যে বিনিময় সংঘটিত হয় তাকে অভ্যন্তরীণ বিনিময় বলে। এটা আবার দুধরনের হয়। যথা- পাইকারী, বিনিময় ও খুচরা বিনিময়।

২. বৈদেশিক পণ্য বিনিময়

একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের সাথে অন্য একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের পণ্য বিনিময় হলে তাকে বৈদেশিক পণ্য বিনিময় বরে। উহা আবার তিন ধরনের। যথা- আমদানী, রপ্তানী, পুনঃরপ্তানী।

খ. পরিবহন

পরিবহনের মাধ্যমে পণ্যের স্থানগত প্রতিবন্ধকতা দূর করা হয়। যেমন- বরিশালে উৎপাদিত চাল ঢাকায় সবরাহ করা হয়।

গ. বীমা

পণ্য সামগ্রী উৎপাদন এবং উৎপাদনের পর ভোক্তার কাছে পৌছানের ক্ষেত্রে যে সকল ঝুঁকির সমুক্ষীণ হয়, বীমার মাধ্যমে সেই ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা দূর করা হয়।

ঘ. গুদামজাতকরণ

উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী সুবিধাজনক সময়ে বিক্রয়ের জন্য গুদাম ঘরে যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করতে হয়। পণ্য সামগ্রী যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করে সময়গত প্রতিবন্ধকতা দূর করা হয়।

ঙ. ব্যাংকিং

ব্যবসায়ে প্রয়োজনীয় স্থায়ী ও চলতি মূলধন সরবরাহ করে ব্যাংকসমূহ বাণিজ্যের অর্থগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে।

শিল্প ও বাণিজ্যের সহায়ক কাজ

শিল্প ও বাণিজ্যে সহায়তা করে এ ধরনের বিভিন্ন কাজও ব্যবসায়ের আওতাভুক্ত। যেমন- পণ্য গবেষণা, বাজার গবেষণা, কৌশল উদ্ভাবন, বাজারজাত করণ প্রসার ইত্যাদি।

প্রত্যক্ষ সেবা (Direct Service)

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বাধীনপেশায় নিয়োজিত ডাক্তারী ব্যবসায় যেমন ক্লিনিক ও হাসপাতাল, আইন ব্যবসায়ী যেমন- এটর্নীফার্ম, ইঞ্জিনিয়ারি ফার্ম ইত্যাদি প্রত্যক্ষ সেবা বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান সঙ্গত কারণেই ব্যবসায়ের আওতায় আসে। উপরের আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, ব্যবসায়ের আওতা অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। সভ্যতার প্রাথমিক স্তরে এর আওতা এত ব্যাপক ছিলনা। আধুনিক সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে এর আওতা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এর প্রসার আরও বাড়বে, এতে কোন সন্দেহ নেই। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে ব্যবসায়ের আওতা বা পরিধি তুলে ধরা হল ঃ

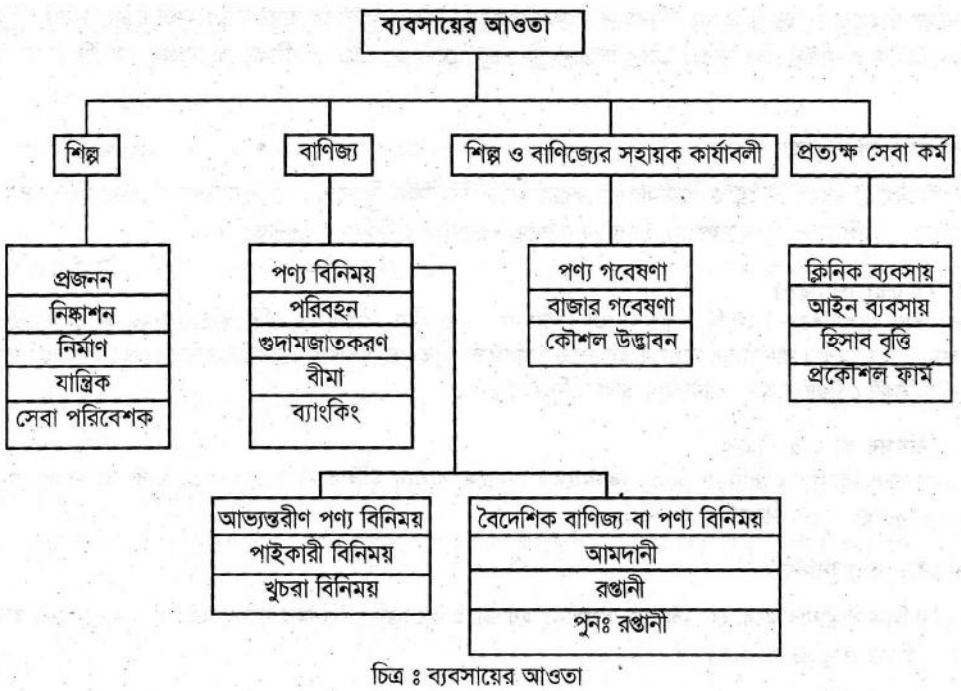

চিত্র ঃ ব্যবসায়ের আওতা

ব্যবসায়ের গুরুত্ব (Importance of Business)

বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি দেশে, প্রতিটি সমাজে, প্রতিটি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট ব্যবসায়ের গুরুত্ব এত বেশী যে, এ সম্বন্ধে কিছু বলার চেষ্টা করা হবে বাহুল্যতা। বিশ্বের রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি সব কিছুই ব্যবসায় দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। চলমান বিশ্বের সব কিছুই থেমে যাবে যদি ব্যবসায় থেমে যায়। বিশ্বের প্রতিটি মানুষই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ব্যবসায় দ্বারা উপকৃত হচ্ছে।

অন্যদিকে, জীবিকা অর্জনের সবচেয়ে স্বাধীন, সহজতম ও সম্মান জনক উপায় হলো ব্যবসায়। ব্যবসায়ের মাধ্যমে ধন সম্পদ অর্জন করে নিজের, সমাজের তথা দেশের অগ্রগতি সাধন করা সম্ভব। বিভিন্ন ধর্মেও নিজের, সমাজের এবং দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনে ব্যবসায়কে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, "নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর অর্থাৎ ব্যবসায়িক কাজকর্ম ও রিজিক অন্বেষণের চেষ্টা কর।" পবিত্র হাদিছে সত্যবাদী, ন্যায়পন্থী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীকে নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সম মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। হাদিছ শরীফে আরও বলা হয়েছে যে, "জীবিকার দশ ভাগের নয় ভাগ আসে ব্যবসায় থেকে এবং সৎ ও নিষ্ঠার সাথে ব্যবসায় করা একটি উত্তম ইবাদত।" আমাদের প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) নিজেও ব্যবসায়-বাণিজ্য করেছেন। কাজেই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য ব্যবসায় একটি উত্তম হাতিয়ার।

অপর দিকে, আমরা যদি উন্নত বিশ্বের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো সে সব দেশের উন্নতির মূলে রয়েছে ব্যবসায় তথা শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নতি। ব্যবসায় করেই ইংরেজরা দু'শ বছর আমাদের শাসন ও শোষণ করেছে। বর্তমান বিশ্বেও যে সব দেশে পৃথিবীতে আদিপত্য ও প্রভাব বিস্তার করছে তাদেরও মূল শক্তি হচ্ছে ব্যবসায়-বাণিজ্য। বর্তমান বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ না থাকলেও ব্যবসায়িক তথা অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যাদি চলছে। গুরুত্ব পাচ্ছে দেশে দেশে অর্থনৈতিক কুটনীতি বা Economic Diplomacy. ব্যবসায় বাণিজ্যের মাধ্যমেই চলছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের প্রচেষ্টা। কাজেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কল্যাণে ব্যবসায়ের গুরুত্ব বলে শেষ করা যাবে না। তবুও বিভিন্ন দিক থেকে ব্যবসায়ের গুরুত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করা হল ঃ

১. দেশের ছড়ানো ছিটানো সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব কেবল ব্যবসায়ের মাধ্যমেই।

২. ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগ, আর বিনিয়োগ আসে সঞ্চয় থেকে। কাজেই ব্যবসায় জন্যই সঞ্চয়ে উৎসাহ আসে।

৩. ব্যবসায়ের মাধ্যমে ব্যক্তিগত আয় ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়, ফলে জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পায়।

৪. ব্যবসায় প্রয়োজনে কাঁচামাল ও পণ্য আনা নেওয়ার জন্য সরকারী বেসরকারী উদ্যোগে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটে। বৃটিশরা পদ্মা নদীর উপর হার্ডিঞ্জ ব্রিজ তৈরী করে রেল ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছিল ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেই।

৫. ব্যবসায়ের ফলে ব্যক্তির কার্যদক্ষতা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সহজ হয়।

৬. ব্যবসায়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও গবেষণার ফলে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধিত হয়। ফলশ্রুতিতে মানুষ পায় কম দামে উন্নতমানের নিত্যনুতন পণ্য।

৭. ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটলে সরকারের রাজস্ব আদায় প্রচুর বৃদ্ধি পায়। ফলে সরকারের অর্থনৈতিক সামর্থ্য বৃদ্ধি পায় এবং জনগণ এর সুফল ভোগ করে।

৮. ব্যবসায়-বাণিজ্যের বদৌলতে পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন স্থানে উৎপাদিত যে কোন পণ্য আমরা ঘরে বসেই পাচ্ছি। এতে আমাদের জীবন হয়েছে সহজ, আরামদায়ক ও উন্নত।

৯. নিজের ও অন্যদের কর্মসংস্থানের সবচেয়ে সহজ ও উত্তম উপায় হলো ব্যবসায়-বাণিজ্য। আমাদের মত দেশের মারাত্মক বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হল ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো।

১০. ব্যবসায়ের সাহচর্যে ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের কারণে দেশে দক্ষ উদ্যোক্তা শ্রেণী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় গড়ে উঠে। যাদের ভূমিকার কারণে দেশের অর্থনীতি ও সমাজ উপকৃত হয়। বলা হয় "একশত ইঞ্জিনিয়ারের চেয়ে একজন উদ্যোক্তা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।"

১১. ব্যবসায়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির মান উন্নত হয়।

১২. আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের কারণে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ও বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে সু সম্পর্ক গড়েউঠে। এতে করে জ্ঞানার্জন ও পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়।

উপরের আলোচনায় এটি স্পষ্ট যে, ব্যক্তি, সমাজ তথা জাতীয় উন্নতির গতি ত্বরান্বিত করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো ব্যবসায়। দ্রুত ধন-সম্পদ বৃদ্ধির একমাত্র সহজ পথ হলো ব্যবসায়। ব্যবসায়ের মাধ্যমেই শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী লোক

তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশও তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ফোরাম বা সমিতি যেমন- SAPTA, NAFTA, EEC, ASEAN প্রভৃতি গঠন করছে।

পাঠ-সংক্ষেপ

- মানুষের অভাব বোধ ও অভাব পূরণের জন্য বিনিময় ব্যবস্থার সূত্র ধরেই ব্যবসায়ের জন্ম।
- Business শব্দের আক্ষরিক অর্থ- "কোন কাজে ব্যস্ত থাকা" (Being busy in any activity).
- মুনাফা অর্জরে লক্ষ্যে পণ্য ও সেবা কর্মের উৎপাদন, বন্টন, ক্রয়-বিক্রয়, প্রত্যক্ষ সেবাদান সম্পর্কিত পৌনঃ পুনিক বৈধ কার্যাবলীকে ব্যবসায় বলে।
- মুনাফা অর্জনই ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য।
- ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা ব্যবসায়ের নিত্য সাথী।
- লেনদেন ধারাবাহিকতা বা পৌনঃ পুনিকতা ব্যবসায়ের সহজাত বৈশিষ্ট্য।
- ব্যবসায়ের প্রধান উপকরণ বা সওদা হল পণ্য বা সেবা।
- পণ্য বা সেবার লেনদেনে অবশ্যই আর্থিক বিনিময় হতে হবে।
- পণ্য ও সেবা উৎপাদন, সংগ্রহ ও বন্টন এবং এদের সহায়ক যাবতীয় কার্যাবলী আধুনিক ব্যবসায়ের আওতাভুক্ত।
- মূল্যের বিনিময়ে ভোক্তাকে প্রত্যক্ষ সেবা প্রদানও ব্যবসায়ের আওতাভুক্ত।
- বিশ্বের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, প্রভৃতি সব কিছুই ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্বারা প্রভাবিত।
- সমাজের প্রতিটি মানুষই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ব্যবসায় দ্বারা উপকৃত।
- জীবিকা অর্জনের সবচেয়ে স্বাধীন, সহজতম ও সম্মানজনক উপায় হচ্ছে ব্যবসায়।
- সৎ ও নিষ্ঠার সাথে ব্যবসায় করা একটি উত্তম ইবাদত।
- সত্যবাদী, ন্যায়পন্থী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীর মর্যাদা নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সমতূল্য।

পাঠ ২ ব্যবসায়ের প্রকারভেদ বা শ্রেণীবিভাগ
Classification of Business

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যবসায়ের প্রকারভেদ বা শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- শিল্পের সংজ্ঞা ও এর শ্রেণী বিভাগ বা আওতা জানতে পারবেন।
- বাণিজ্যের সংজ্ঞা-এর শ্রেণীবিভাগ বা কার্যাবলী জানতে পারবেন।
- বাণিজ্যের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা এবং উহা দূরীকরণের উপায় জানতে পারবেন।
- শিল্প ও বাণিজ্যের সহায়ক কার্যাবলী সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- প্রত্যক্ষ সেবামূলক কাজ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- ব্যবসায়ের সাথে শিল্প, বাণিজ্য ও পণ্য-বিনিময়ের পারস্পারিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবেলডড

বিষয়বস্তু (Types of Business)

ব্যবসায়ের প্রকারভেদ ঃ ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যবসায়কে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

১. শিল্প ২. বাণিজ্য ৩. শিল্প ও বাণিজ্যের সহায়ক কার্যাবলী ৪. প্রত্যক্ষ সেবা।

উক্ত প্রতিটি ভাগকে আবার বিভিন্ন শাখায় ভাগ করা হয়েছে। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে এই প্রকারভেদ বা শ্রেণীবিভাগ দেখানো হলোঃ

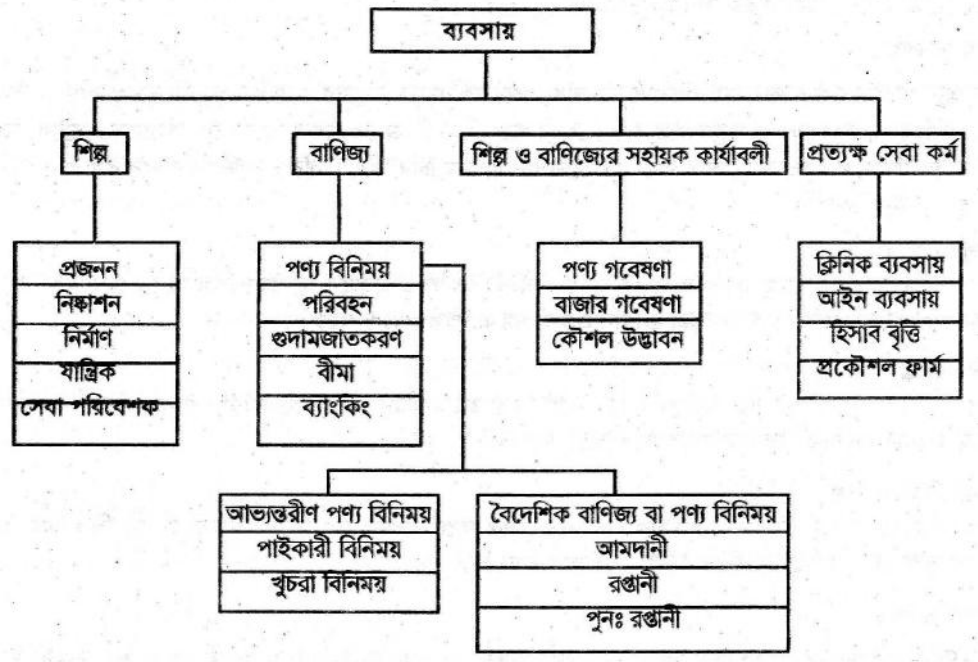

চিত্র ঃ ব্যবসায়ের প্রকারভেদ

নিম্নে প্রতিটি শ্রেণীকে বা প্রকারকে পৃথক ভাবে আলোচনা করা হলোঃ

শিল্প (Industry)

যে প্রক্রিয়া বা কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রকৃতি থেকে সম্পদ আহরণ এবং বিভিন্ন উপায়ে ও পর্যায়ে আহরিত সম্পদের আকার বা রূপগত উপযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্য উৎপাদন করা হয় তাকে শিল্প বলে। যেমন- বন থেকে কাঠ সংগ্রহ - সংগৃহীত কাঠকে স মিলে চেড়ানো হয় - চেড়ানো কাঠ থেকে প্রক্রিয়ার ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে ফার্ণিচার তৈরী করা হয় - ফার্নিচার মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। বনের কাঠ থেকে ফার্নিচার তৈরীর এই পুরো প্রক্রিয়াকেই শিল্প বলে।

শিল্পের শ্রেণী বিভাগ বা প্রকারভেদ

শিল্পকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

ক. প্রাথমিক শিল্প (Primary Industry)

প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক ভাবে যে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে প্রাথমিক শিল্প বলে। এগুলো হলোঃ

১. কৃষি শিল্প

মাটিতে শস্যসামগ্রী যেমন- ধান, পাট, আখ, শাক সবজি ইত্যাদির উৎপাদনকে কৃষি শিল্প বলে।

২. প্রজনন শিল্প

প্রজনন অর্থ জন্মদান প্রক্রিয়ায় পুনরায় সম্পদ সৃষ্টি করা। সুতরাং যে শিল্প উৎপাদিত সামগ্রী পুনরায় সৃষ্টি বা উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়, তাকে প্রজনন শিল্প বলে। যেমন- পশুপালন, মৎস্য চাষ, হাস-মুরগীর পালন, নার্সারী ইত্যাদি।

৩. নিষ্কাশন শিল্প

যে প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভুগর্ভ, পানি বা বায়ু হতে সম্পদ উত্তোলন বা আহরণ করা হয় তাকে নিষ্কাশন শিল্প বলে। যেমন খনি থেকে গ্যাস উত্তোলন, সমুদ্র থেকে মৎস্য আহরণ, বন থেকে কাঠ সংগ্রহ ইত্যাদি।

খ. গৌণ শিল্প / দ্বিতীয় পর্যায়ের শিল্প (Secondary Industry)

প্রাথমিক শিল্প হতে প্রাপ্ত সম্পদ সমূহকে আরও ব্যবহার উপযোগী করে তোলার জন্য যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় তাকে গৌণ শিল্প বলে। গৌণ শিল্পের আওতাভুক্ত শিল্পগুলি নিম্নরূপঃ

১. উৎপাদন শিল্প

শ্রম ও যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কাঁচামাল বা আধা-প্রস্তুত জিনিসকে মানুষের ব্যবহারোপযোগী চূড়ান্ত পণ্যে প্রস্তুত করা প্রচেষ্টাকে যান্ত্রিক বা উৎপাদন বা সর্জন শিল্প বলে। যেমন অশোধিত খনিজ তেলকে পরিশোধনের মাধ্যমে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ইত্যাদিতে পরিণত করে, আখ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে চিনি, গুর, চিছরি ইত্যাদি উৎপাদনে করা যায়। উৎপাদন শিল্পকে আবার নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

* বিশ্লেষণ শিল্প

একই পদার্থ বিশ্লেষণের মাধ্যমে একাধিক পদার্থ বা পণ্য সামগ্রী তৈরীর প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ শিল্প বলে। যেমন- খনিজ কয়লা হতে কোক কয়লা, ন্যাপথলিন, আলকাতরা ইত্যাদি প্রস্তুত করা এ শিল্পের মধ্যে পড়ে।

* যৌগিক শিল্প

এরূপ শিল্পে পৃথক পৃথক পদার্থের সংমিশ্রণে নতুন দ্রব্য তৈরী হয। যেমন- লৌহ আকরিক, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ চুনাপাথর, ক্রোমিয়াম ইত্যাদি পদার্থের মিশ্রণ ঘটিয়ে ইস্পাত তৈরী করা হয়।

* প্রক্রিয়া ভিত্তিক শিল্প

যে শিল্পের কাঁচামাল বিভিন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত পণ্যে পরিণত হয়, তাকে প্রক্রিয়া ভিত্তিক শিল্প বলে। যেমন, তুলা থেকে সুতা হয়, সুতা থেকে কাপর তৈরী, এ শিল্পের উদাহরণ।

* সংযোজন শিল্প

বিভিন্ন শিল্পে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উৎপাদিত উপকরণ বা অংশ বিশেষকে একত্রিত করে নতুন ভাবে চূড়ান্ত পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করাকে সংযোজন শিল্প বলে। যেমন, মটরগাড়ী, রেল ইঞ্জিন, কম্পিউটার ইত্যাদি। চূড়ান্ত পণ্য তৈরী করতে বিভিন্ন উপকরণ বা অংশকে একত্রিত করে কাজে লাগান হয়।

*** সংযুক্ত শিল্প**

এ জাতীয় শিল্পে বিভিন্ন ধরনের শিল্প প্রক্রিয়ার একই সাথে সমন্বয় ঘটে। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এর উদাহরণ।

*** নির্মাণ শিল্প**

যে প্রচেষ্টার মাধ্যমে রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট, ব্রিজ দালান কোঠা ইত্যাদি নির্মাণ করা হয় তাকে নির্মাণ শিল্প বলে।

৩. সেবা পরিবেশক শিল্প

মানুষের জীবনকে সহজ, নির্বিঘ্ন ও আরামদায়ক করায় কাজে অর্থাৎ জন কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত শিল্পকে সেবা পরিবেশক শিল্প বলে। গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, প্রকাশনা, জনপরিবহন ইত্যাদি সরবরাহ এই শিল্পের আওতাভুক্ত।

বিঃ দ্রঃ শিল্পের উক্ত প্রকারভেদ বা শ্রেণীভাগ শিল্পের আওতা, পরিধি, বিষয়বস্তু বা ক্ষেত্র হিসেবেও বিবেচিত হয়।

বাণিজ্য (Commerce)

বাণিজ্য ব্যবসায়ের অন্যতম শাখা। সাধারণভাবে পণ্য উৎপাদনের পর থেকে বাণিজ্যের কার্যক্রম শুরু হয়। অর্থাৎ শিল্পে উৎপাদিত পণ্য ভোক্তার নিকট পৌছানো পর্যন্ত পথিমধ্যে যে সব বাধা বা প্রতিবন্ধকতা আসে তা দূরীকরণ করার যাবতীয় কার্যক্রমকে বাণিজ্য বলে। আবার কৃষকের নিকট হতে পাট সংগ্রহ করে শিল্প বা মিল মালিকের নিকট পরবর্তী অধিক উৎপাদনের জন্য সরবরাহ করাও বাণিজ্যের আওতাভুক্ত হবে। অতএব, এক শিল্প হতে উৎপাদিত সামগ্রী পরবর্তী উৎপাদনের জন্য অন্য শিল্পে অথবা শিল্পে উৎপাদিত ভোগ্য পণ্য প্রকৃত ভোগকারীর নিকট পৌছানোর ক্ষেত্রে যে সকল কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয় তার সমষ্টিকেই বাণিজ্য বলে।

মনে করুন, আপনি দর্শনা চিনি কল থেকে ১০০ বস্তা চিনি কিনলেন। আপনার উদ্দেশ্য, বেশী দামে ভোক্তার নিকট উক্ত চিনি বিক্রয় করে লাভবান হওয়া, উক্ত চিনি মিল থেকে ক্রয়ের পর ভোক্তার নিকট পৌছানোর ক্ষেত্রে আপনি নিশ্চয়ই কতগুলো সমস্যায় পড়বেন। যেমন- চিনির বস্তাগুলো কিভাবে দূরদুরান্তের ভোক্তার নিকট নিয়ে যাবেন, ঐ গুলি নেওয়ার পথে চুরি, ছিনতাই হতে পারে বা নষ্ট ও হতে পারে, ঐ চিনি কোথায় রাখবেন, ঐ চিনি বিক্রয়ের জন্য কি কি ব্যবস্থা নিবেন, উক্ত কাজগুলো করার জন্য অর্থের অভাব হলে কি করবেন, ভোক্তাদের নিকট বিক্রয়ের কাজটি কে করবে ইত্যাদি। অর্থাৎ পণ্য (চিনি) উৎপাদনের পর ভোক্তার নিকট পৌছানোর ক্ষেত্রে আপনি স্থানগত, ঝুঁকিগত, কালগত, অর্থগত, প্রচার গত ও ব্যক্তিগত সমস্যায় পড়বেন। বাণিজ্য আপনাকে যথাক্রমে পরিবহনের মাধ্যমে, বীমার মাধ্যমে, গুদামজাতকরনের মাধ্যমে, ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে, বাজারজাত করনের মাধ্যমে, সর্বশেষ ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময়ের মাধ্যমে উক্ত সমস্যা সমূহের সমাধান দেবে।

উক্ত আলোচনা শেষে আমরা বলতে পারি, মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদিত পণ্য বন্টন পথে উদ্ভূত স্থানগত, কালগত, ঝুঁকিগত, অর্থসংস্থানগত, সময় গত, ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের যাবতীয় কার্যক্রমকে বাণিজ্য বলে।

বাণিজ্যের প্রকারভেদ (Types of Commerce)

নিম্নে বাণিজ্যের প্রকারভেদ চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল এবং চিত্রে বর্ণিত বিষয়সমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

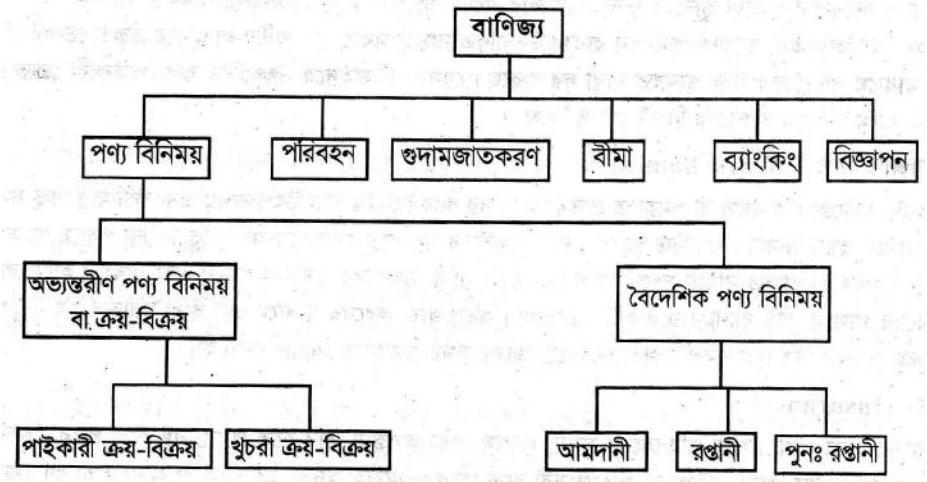

চিত্র ঃ বাণিজ্যের প্রকারভেদ ও আওতা।

ক. পণ্য বিনিময়

উৎপাদনকারী ও ভোগকারী ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে থাকায় তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিগত যোগাযোগ থাকে না। বাণিজ্য ব্যক্তিগত যোগাযোগের এই প্রতিবন্ধকতা পণ্য বিনিময় বা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে দূর করে। পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর কে পণ্য বিনিময় বলে। ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে পণ্যের মালিকানা হস্তারিত হয়। পণ্য বিনিময় দুই প্রকার। যথা-

১. অভ্যন্তরীণ পণ্য বিনিময় বা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য

একটি দেশের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে যে ক্রয়-বিক্রয় কার্য সম্পাদিত হয় তাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। লেন-দেনের প্রকৃতি অনুযায়ী এরূপ বাণিজ্যকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা করা যায় ঃ

* **পাইকারী বাণিজ্য বা ক্রয়- বিক্রয় ঃ**

উৎপাদনকারী বা আমদানীকারকদের নিকট থেকে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বেশী পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করে বেশী মূল্যে অল্প অল্প করে খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করাকে পাইকারী ক্রয়-বিক্রয় বলে।

* **খুচরা ক্রয়-বিক্রয়**

পাইকারী বিক্রেতার নিকট থেকে অপেক্ষাকৃত কম দামে বেশী পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করে অপেক্ষাকৃত বেশী দামে অল্প অল্প পুনরায় ভোক্তাদের নিকট বিক্রয় করাকে খুচরা ক্রয়-বিক্রয় বা খুচরা বাণিজ্য বলে।

২. বৈদেশিক পণ্য বিনিময় বা বৈদেশিক বাণিজ্য

এক সার্বভৌম দেশের সাথে অন্য সার্বভৌম দেমের বা এক সার্বভৌম দেশের ব্যবসায়ীর সাথে অন্য সার্বভৌম দেমের ব্যবসায়ীর যে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয় তাকে বৈদেশিক বাণিজ্য বা বৈদেশিক ক্রয়-বিক্রয় বলে। বৈদেশিক বাণিজ্য তিন পারেঃ

* **আমদানী**

  বিদেশ থেকে পণ্য-সামগ্রী ক্রয় করে নিজ দেশে আনাকে আমদানী বলে যেমন- বাংলাদেশ বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি ক্রয় করে থাকে।

* **রপ্তানী**

  বিদেশের নিকট বা বিদেশের কোন ব্যবসায়ীর নিকট নিজ দেশের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করাকে রপ্তানী বলে। যেমন- বাংলাদেশ, পাট, চা, তামাক, চামড়া বিদেশে রপ্তানী করে থাকে।

* **পুনঃ রপ্তানী**

  বিদেশ থেকে পণ্য সামগ্রী আমদানী করে তা পুনরায় অন্য দেশে রপ্তানী করাকে পুনঃরপ্তানী বলে। যেমন- বাংলাদেশে তৈরী পোশাকের কাঁচামাল আমদানী করে উহা দ্বারা চূড়ান্ত ভাবে তৈরী পোশাক আবার বিদেশে রপ্তানী করে তাকে।

খ. পরিবহন (Transportation)

উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর মধ্যে স্থানগত দূরত্ব বাণিজ্যের একটি বড় বাঁধা। বিভিন্ন ধরনের পরিবহন যেমন- সড়ক পরিবহন, রেল পরিবহন, নৌ পরিবহন, আকাশ পরিবহন ব্যবস্থা উৎপাদিত সামগ্রী মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর হাত ঘুরে প্রকৃত ভোগকারীর নিকট পৌছানোর মাধ্যমে বাণিজ্যের উক্ত স্থানগত বাঁধা দূর করছে। যেমন- ঝিনাইদহে উৎপাদিত কলা পাইকারী ক্রেতারা সড়ক পরিবহনের মাধ্যমে ঢাকায় ভোক্তাদের নিকট পৌছে দিচ্ছে।

গ. গুদামজাতকরণ (Ware homes)

গুদামজাতকরণ বাণিজ্যের কালগত বা সময়গত প্রতিবন্ধকতা দূর করে। চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল কিছু সময় গুদাম ঘরে মজুত রাখতে হয়। আবার উৎপাদিত চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদনের পর হতে ভোগের সময় পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে তা সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ উৎপাদিত সামগ্রী সংগে সংগে বিক্রয় হয় না বা উৎপাদিত হয় এক সময়ে এবং ব্যবহার হয় সারা বৎসর। এই যে সময়ের পার্থক্য এটি বাণিজ্যের একটি বড় বাঁধা। গুদামজাত করনের মাধ্যমে এই বাঁধা দূরীভূত হয়। এর মাধ্যমে আমাদানী কৃত বা উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী মজুদ রেখে প্রয়োজনের সময় ভোক্তাকে যোগান দেয়া হয়।

ঘ. বীমা (Insurance)

ঝুঁকি ব্যবসায়ের নিত্য সাথী। পণ্য পরিবহনের সময়, গুদামে থাকা অবস্থায়, চুরি হতে পারে, নষ্ট হতে পারে, ছিনতাই হতে পারে, আগুনে পুড়ে যেতে পারে, নৌকা বা জাহাজ ডুবী হতে পারে। কাজেই অদৃশ্য এই ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা বাণিজ্যের

ক্ষেত্রে একটি বড় বাঁধা। বীমা বাণিজ্যের এই ঝুঁকিগত বাঁধা দূর করতে পারে। সামান্য প্রিমিয়াম প্রদান করে বিভিন্ন বীমা যেমন- অগ্নিবীমা, নৌবীমা, জীবন বীমা সহ বিভিন্ন পলিসি গ্রহণ করে সহজেই ঝুঁকি দূর করা যায়।

ঙ. ব্যাংকিং (Banking)

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজনীয়তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই অর্থ ছাড়া চলতে পারে না। তাছাড়া, আর্থিক নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু লেনদেনের উপর ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়ন নির্ভর করে। ব্যাংক সুদের বিনিময়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সরবরাহ করে অর্থ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করে।

চ. বিজ্ঞাপন (Advertising)

ভাল জিনিস উৎপাদন করলেই হবে না বা দোকান সাজিয়ে রাখলেই চলবে না। ভাল জিনিসের খবর ভোক্তাদের জানাতে হবে। জিনিসের গুণ, ব্যবহার, দাম ইত্যাদি জানিয়ে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। কেননা প্রচারেই প্রসার। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পণ্য সম্বন্ধে ক্রেতাদের অজ্ঞতা দূর করে বিক্রয় বাড়ানো যায়।

বাণিজ্যের বিভিন্ন বাঁধা এবং বাঁধা দূরীকরণের উপায় (Overcom the hindrance of Business)

বাণিজ্যের কাজ হলো পণ্য দ্রব্য ও সেবা কর্মসমূহ বিভিন্ন উৎস হতে সংগ্রহ করে নিরাপদে ভোক্তাদের নিকট পৌঁছে দেয়া। কিন্তু পণ্য-দ্রব্য বন্টন কালে ব্যবসায়ীকে নানান ধরনের বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। নিম্নে বাণিজ্যের বিভিন্ন বাঁধা এবং একই সাথে বাঁধাগুলো অপসারণের প্রক্রিয়ায় আলোচনা করা হলো ঃ

১. ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতা (Personal hindrance)

পণ্য দ্রব্য উৎপাদিত হয় এক স্থানে এবং ভোগ করা হয় বিভিন্ন স্থানে। ফলে উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না। এর ফলে যোগাযোগে ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। পণ্য বিনিময় বা ক্রয়-বিক্রয় বাণিজ্যের এই ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে থাকে। উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়া যোগাযোগ ঘটিয়ে ব্যক্তিগত বাঁধা দূর করে।

২. স্থানগত প্রতিবন্ধকতা (Place)

পণ্যের উৎপাদন স্থান ও ভোগের স্থান সাধারণত এক জায়গায় হয় না। এক স্থানে উৎপাদিত পণ্য দেশের সমস্ত জায়গায় এমনকি বিদেশেও ব্যবহার বা ভোগ হয়। ফলে উৎপাদনকারী ও ভোক্তার মধ্যে স্থানগত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। বাণিজ্য বিভিন্ন ধরনের পরিবহন যেমন সড়ক পরিবহন, রেল পরিবহন, নৌ পরিবহন, আকাশ পরিবহন, পাইপ লাইন এর মাধ্যমে পণ্য-দ্রব্যের স্থানগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে।

৩. সময়গত প্রতিবন্ধকতা (Time)

পণ্যের উৎপাদন ও ভোগের সময়ের মধ্যে পার্থক্যজনিত কারণে সময়গত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। কেননা উৎপাদনে সাথে সব পণ্য বিক্রয় হয় না বা ভোগ করা হয় না। কোন কোন পণ্য উৎপাদন হয় বৎসরে এক মৌসুমে কিন্তু ব্যবহৃত হয় সারা বৎসর যেমন- চিনি বা গুড়, আবার কোন কোন পণ্য উৎপাদন হয় সারা বৎসর কিন্তু ব্যবহৃত হয় এক মৌসুমে যেমন- শীতকালে গরম কাপর ব্যবহৃত হয় কিন্তু উৎপাদন হয় সারা বৎসর। উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে এই সময়ের পার্থক্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি বড় বাঁধা।

পণ্যের গুদামজাতকরণের মাধ্যমে বাণিজ্য সময়গত প্রতিবন্ধকতা দূর করে। অর্থাৎ উৎপাদনের সময় হতে ভোগ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে পণ্য দ্রব্যগুলোকে গুদামজাত করে বাণিজ্য পণ্যের সময়গত ধারা দূর করে।

৪. ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা (Risk)

বিভিন্ন প্রকার ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা ব্যবসায়ের নিত্য সাথী, যা ব্যবসায়ের জন্য বড় ধরনের অদৃশ্য সমস্যা। যেমন- পরিবহন কালে বা গুদামে থাকা কালে চুরি, ডাকাতি, আগুন লাগা, নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এতে করে ব্যবসায়ীকে সব সময় ঝুঁকির মধ্যে কাজ করতে হয়।

সামান্য প্রিমিয়াম প্রদান করে বিভিন্ন বীমা পলিসি যেমন- অগ্নিবীমা পলিসি, নৌবীমা পলিসি, দূর্ঘটনা বীমা পলিসি প্রভৃতি বহুবিধ পলিসি গ্রহণ করে বাণিজ্য সহজেই ব্যবসায়ের ঝুঁকি দূর করতে পারে। অর্থাৎ বীমার মাধ্যমে বাণিজ্যের ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব।

৫. অর্থ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা (Finance)

অর্থ হল ব্যবসায়ের রক্ত বা জীবনী শক্তি (Life Blood) কিন্তু কোন ব্যবসায়ীর পক্ষেই ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত অর্থের যোগান দেয়া সম্ভব হয় না। অপর দিকে, বিক্রীত পণ্যের মূল্য ঠিকমত সংগ্রহ নাও হতে পারে। এসব কারণ ব্যবসার জন্য অর্থগত সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

৬. উৎপাদিত পণ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা

ভালপণ্য আমদানী বা উৎপাদন করলেই হয় না, পণ্যের গুণ, ব্যবহার, মূল্য, ব্রান্ড প্রভৃতি সম্বন্ধে ভোক্তাদের জানাতে হয়। কিন্তু সফলভাবে পণ্য তথ্য ভোক্তাদের জানানো একটি কঠিন কাজ।

বাণিজ্য আধুনিক কৌশল প্রয়োগ করে পণ্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ব্যবস্থা করে সহজেই ভোক্তাদের পণ্য সম্বন্ধে জানাতে পারে।

শিল্প ও বাণিজ্যের সহায়ক কার্যাবলী (Functions of trade & commerce)

শিল্প ও বাণিজ্যে সহায়তা করে এ ধরনের বিভিন্ন কাজ ও ব্যবসায়ের আওতাভুক্ত। যেমন- পণ্য গবেষণা, বাজার গবেষণা, চাহিদা সৃষ্টি, উন্নত উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন ইত্যাদি।

প্রত্যক্ষ সেবা (Direct Service)

অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত পেশাজীবীগণ প্রত্যক্ষ ভাবে সেবাকর্ম বিক্রয় করেন। যেমন- ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট ব্যবস্থাপকীয় সমস্যার সমাধানের পরামর্শদেন, কণ্ঠশিল্পী গান গায়, চাটার্ড একাউনটেন্ট হিসাব নিরীক্ষা করে, ইঞ্জিনিয়ার প্রযুক্তিগত পরামর্শ দেয়, আইনজীবী মক্কেলকে আইন পরামর্শ দেয়, ডাক্তার রোগীর চিকিৎসা করে অর্থ উপার্জনন করে। উক্ত প্রত্যক্ষ সেবা বিক্রয়কারী পেশাজীবীদের কার্যাবলী ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যবসায়ের সাথে শিল্প, বাণিজ্য এবং পণ্য বিনিময়ের সম্পর্ক / তুলনা

ব্যবসায় সমাজ বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। পণ্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন ও বন্টনের মাধ্যমে সমাজের মানুষের অভাব মোচন ও মুনাফা অর্জন এর লক্ষ্য। শিল্প, বাণিজ্য ও পণ্য বিনিময় ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অংশ। অর্থাৎ ব্যবসায়ের সাথে শিল্প, বাণিজ্য ও পণ্য বিনিময়ের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় এবং ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যবসায়কে যদি সামগ্রিক ভাবে একটি বৃক্ষ হিসাবে চিন্তা করেন, তাহলে শিল্প, বাণিজ্য ও পণ্য বিনিময় হবে ঐ বৃক্ষের শাখা, পাতা, ফুল বা ফল। ফল ছাড়া যেমন গাছের জীবন অর্থহীন, পাতা ছাড়া যেমন গাছ শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে না, অর্থাৎ গাছ বাঁচতে পারে না, তদ্রুপ, শিল্প, বাণিজ্য ও পণ্য বিনিময় ছাড়া ব্যবসায় তার উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে না। অতএব ব্যবসায়ের সাথে শিল্প বাণিজ্য ও পণ্য বিনিময়ের সম্পর্ক অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। নিম্নে ব্যবসায়ের সাথে শিল্প, বাণিজ্য ও পণ্য বিনিময়ের তুলনামূলক সম্পর্ক তুলে ধরা হল ঃ

১. সংজ্ঞাগত সম্পর্ক

ব্যবসায়

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ও সেবা সামগ্রী উৎপাদন, বন্টন ও বন্টন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যাবলীকে ব্যবসায় বলে।

শিল্প

প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে মানুষের ব্যবহারোপযোগী পণ্য-দ্রব্য উৎপাদন করার প্রক্রিয়াকে শিল্প বলে।

বাণিজ্য

উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা ভোক্তার নিকট পৌছানোর জন্য যে সমস্ত কাজ করতে হয়, তার সমষ্টিকে বাণিজ্য বলে।

পণ্য-বিনিময়

উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা কর্তৃক পণ্যদ্রব্য ও সেবাসমূহ ক্রেতার নিকট বিক্রয় করাকে পণ্য বিনিময় বলে। পণ্য বিনিময় বাণিজ্যের একটি শাখা এবং এর দ্বারা বাণিজ্যের ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রতিবন্ধকতা দূর হয়।

২. কার্যগত সম্পর্ক

ব্যবসায়ের কাজ উৎপাদন ও বন্টন উভয়ের সাথে সম্পর্কিত। শিল্পের কাজ উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিতা বাণিজ্যের কাজ বন্টনের সাথে সম্পর্কিতা পণ্য-বিনিময়ের কাজ হলো বন্টনের ক্ষেত্রে সৃষ্ট ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঁধা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে দূর করা।

৩. আওতাগত সম্পর্ক

শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবসায়ের আওতাধীন। পণ্য বিনিময় বাণিজ্যের আওতাধীন।

৪. উদ্দেশ্যগত সম্পর্ক

ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য হল মুনাফা অর্জন এবং পরোক্ষ উদ্দেশ্য হল মানুষের অভাব মোচন করা। শিল্প-বাণিজ্য ও পণ্য বিনিময় ব্যবসায়ের অধীনে একই ধরনের উদ্দেশ্য অর্জনে কাজ করে।

৫. অবস্থানগত সম্পর্ক

ব্যবসায় শিল্প, বাণিজ্য ও পণ্য বিনিময়ের অবস্থানও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ব্যবসায়ের মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্য একীভূত। পণ্য বিনিময় বাণিজ্যের অধীনে ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত।

৬. সহযোগিতামূলক সম্পর্ক

পণ্য বিনিময় বণ্টন তথা বাণিজ্যিকে সহায়তা করে। বাণিজ্য উৎপাদিত পণ্য বন্টনের মাধ্যমে শিল্পকে সহায়তা করে। আর পণ্য-বিনিময়, বাণিজ্য, শিল্প সকলে মিলে ব্যবসায়কে শক্তিশালী করে।

৭. নির্ভরশীলতার সম্পর্ক

পণ্য-বিনিময় বা ক্রয় বিক্রয় ছাড়া বন্টন সম্ভব নয়। বন্টন বা বাণিজ্য ছাড়া উৎপাদন তথা শিল্প অর্থহীন, আবার শিল্প ছাড়া বাণিজ্য অর্থহীন। একই ভাবে ব্যবসায় তার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অন্যদের উপর নির্ভরশীল।

উপরোক্ত আলোচনায় এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, ব্যবসায়ের অধীনে শিল্প, বাণিজ্য ও পণ্য-বিনিময় স্ব স্ব ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতায় কার্য সম্পাদন করে এবং পরস্পর এক ও অভিন্ন সূত্রে গ্রোথিত।

পাঠ-সংক্ষেপ

- কাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যবসায়কে চারভাগে ভাগ করা যায়। ভাগগুলি হল- শিল্প, বাণিজ্য, শিল্প ও বাণিজ্যের সহায়ক কার্যাবলী ও প্রত্যক্ষ সেবা।
- যে প্রক্রিয়ার প্রকৃতি থেকে সম্পদ আহরণ এবং বিভিন্ন উপায়ে আহরিত সম্পদের আকার বা রূপগত উপযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের ব্যবহারোপযোগী পণ্য উৎপাদন করা হয় তাকে শিল্প বলে।
- কৃষি শিল্প, নিষ্কাশন শিল্প ও প্রজনন শিল্প প্রাথমিক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।
- প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক ভাবে যে শিল্প, প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে প্রাথমিক শিল্প বলে।
- প্রাথমিক শিল্প হতে প্রাপ্ত সম্পদ সমূহকে আরও ব্যবহারোপযোগী করে তোলার জন্য যে প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয় তাকে গৌণ শিল্প বলে।
- গৌন শিল্প ৬ প্রকার। যথা- উৎপাদন শিল্প, বিশ্লেষণ শিল্প যৌগিক শিল্প, প্রক্রিয়া ভিত্তিক শিল্প, সংযোজন শিল্প ও সংযুক্ত শিল্প।
- মানুষের জীবনকে সহজ, নির্বিঘ্ন ও আরামদায়ক করার কাজে নিয়োজিত শিল্পকে সেবা পরিবেশক শিল্প বলে।
- শিল্পে উৎপাদিত পণ্য ভোক্তার নিকট পৌছানো পর্যন্ত পথিমধ্যে যে সব বাঁধা বা প্রতিবন্ধকতা আসে তা দূরীকরণ করার যাবতীয় কার্যক্রমকে বাণিজ্য বলে।
- বাণিজ্যের কার্যক্রমকে পণ্য-বিনিময়, পরিবহন, গুদামজাতকরণ, বীমা, ব্যাংকিং ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা যায়।
- বৈদেশিক বাণিজ্য বা পণ্য-বিনিময় তিন প্রকার। যথা- আমদানী, রপ্তানী ও পুনঃরপ্তানী।
- পরিবহন বন্টনের স্থানগত বাঁধাদূর করে।
- পণ্যের গুদামজাতকরণ বন্টনের সময়গত বাঁধা দূর করে।
- বীমা ঝুঁকিগত বাঁধা দূর করে।
- ব্যাংকিং অর্থ সংক্রান্ত বাঁধা দূর করে।
- বিজ্ঞাপন পণ্য সম্বন্ধে ক্রেতাদের অজ্ঞতা দূর করে।
- পণ্য-বিনিময় বা ক্রয়-বিক্রয় বন্টনের ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রতিবন্ধকতা দূর করে।
- বন্টনের ক্ষেত্রে বাঁধা বা প্রতিবন্ধকতাগুলো হল- ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রতিবন্ধকতা, স্থানগত, সময়গত, ঝুঁকিগত, অর্থ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি।
- পেশাগত ভাবে প্রত্যক্ষ সেবা বিক্রয় ব্যবসায়ের আওতাভুক্ত। ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট, গায়ক, চাটার্ড একাউনটেন্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম, এটর্নী ফার্ম, ক্লিনিক প্রভৃতি পেশাগত প্রত্যক্ষ সেবার উদাহরণ।
- পণ্য গবেষণা, বাজার গবেষণা, বিক্রয়ের কৌশল ইত্যাদি শিল্প ও বাণিজ্যের সহায়ক কার্যাবলী হিসেবে পরিচিত।

ব্যবসায়ের পরিবেশ ও এর উপাদানসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ⑤ পরিবেশ বলতে কি বোঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ⑤ ব্যবসায়ের পরিবেশ সম্বন্ধে একটা ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- ⑤ ব্যবসায় পরিবেশের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ⑤ ব্যবসায়ের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলোর নাম জানতে পারবেন।
- ⑤ আইনগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং সামাজিক পরিবেশ কিভাবে ব্যবসায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে সে সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
- ⑤ বাংলাদেশের ব্যবসায়ের পরিবেশ সম্বন্ধে একটি ধারণা পাবেনড্ড

বিষয়বস্তু (Subject matter)

ব্যবসায়ের পরিবেশ কি?

যে সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে ব্যবসায় গড়ে উঠে, তাকে ব্যবসায়িক পরিবেশ বলে। যেমন- বাংলাদেশে পাটের উপর ভিত্তি করে পাঠ শিল্পের প্রসার ঘটেছে, প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর ভিত্তি করে সার কারখানা, সিমেন্ট কারখানা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। মধ্যপ্রাচ্যে তেলের উপর ভিত্তি করে তেল শিল্পের প্রসার ঘটেছে, জাপান ও আমেরিকায় প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। ব্যবসায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে বা যে সমস্ত বাস্তব অবস্থা স্বীকার করে ব্যবসায় গড়ে উঠে সেগুলো হল- ভৌগলিক অবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অবস্থা, সরকারী নিয়মনীতি, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি। উক্ত সবগুলো অবস্থাই ব্যবসায়ের বাইরের বিভিন্ন উপাদান। উপাদানগুলো ব্যবসায়ের জন্য অনুকুল হতে পারে, আবার প্রতিকূল বা ক্ষতির কারণও হতে পারে। তবে ব্যবসায় কখনো উক্ত উপাদান বা অবস্থাগুলোকে এড়িয়ে চলতে পারে না। ব্যবসায়ের পরিবেশ যেমন একটি নির্দিষ্ট ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি একটি দেশের সমস্ত ব্যবসায় খাত ও এর উপর প্রযোজ্য। আবার দেশের ভিতরে সৃষ্ট বিভিন্ন উপাদান যেমন ব্যবসায়কে প্রভাবিত করে। তেমনি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও ব্যবসায়কে প্রভাবিত করে।

উক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বাইরের বিভিন্ন উপাদান বা অবস্থা বা পক্ষ বা শক্তি (যার উপর প্রতিষ্ঠানের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই) যা ব্যবসায়ের গঠন ও পরিচালনার উপর ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে, তাকেই ব্যবসায়িক পরিবেশ বলে।

পরিবেশ বলতে কি বোঝায়?

What is mean by Environment?

আমাদের আসপাশে যা কিছু আছে তাই নিয়েই আমাদের পরিবেশ। অর্থাৎ যে সব পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে মানুষ বসবাস করে ও জীবনযাত্রা নির্বাহ করে তাকে পরিবেশ বলা হয়। আমাদের অবস্থান ও তার চার পাশের অবস্থাই আমাদের পরিবেশ। জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, নদীনালা, জলাশয়, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, মৃত্তিকা ইত্যাদি প্রাকৃতিক অবস্থা এবং ঘরবাড়ি, জনসংখ্যা, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-দীক্ষা, হাট-বাজার লোকজ সংস্কৃতি ইত্যাদি অপ্রাকৃতিক অবস্থা মিলেই কোন স্থানের পরিবেশ গড়ে উঠে।

ব্যবসায় পরিবেশ বলতে কি বুঝায়

What is meant by Business Environment

যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ব্যবসায় কার্য চলে তাকে ব্যবসায় পরিবেশ বলে।
ব্যবসায় হচ্ছে মানুষের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম উপায়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালনা করতেও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে। সুতরাং যেসব পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়ে ব্যবসায়িক কার্যকলাপ সংঘটিত ও পরিচালিত হয় এদের সমষ্টিকে ব্যবসায় পরিবেশ বলা হয়।

Robins-এর মতে, "সংগঠনের বাইরের যে সকল সংস্থা বা শক্তি প্রতিষ্ঠানে সম্ভাব্য প্রভাব বিস্তার করে তাকে পরিবেশ বলে।" [The term environment refers to institutions or forces that are outside the organisation and tat potentially affect the organisation.]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা পরিবেশে বলতে পারি যে, ব্যবসায় পরিবেশ হল এমন সব পক্ষ, শক্তি ও পারিপার্শ্বিক উপাদানসমূহের সমন্বয়ে গঠিত অবস্থা যা ব্যবসায়িক কার্যকলাপকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হবে।

ব্যবসায় পরিবেশের প্রকারভেদ

Types of Business Environment

ব্যবসায়িক কার্যক্রম সাধারণত যে কোন দু'ধরনের পরিবেশগত উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রথমটি হল ব্যবসায়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশগত উপাদান এবং অন্যটি হল ব্যবসায়ের বাহ্যিক পরিবেশগত উপাদান। অর্থাৎ ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পারিপার্শ্বিকতা নিয়েই সৃষ্টি হয় ব্যবসায়ের সামগ্রিক পরিবেশ। ব্যবসায় পরিবেশকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(ক) অভ্যন্তরীণ পরিবেশ (Internal Environment)

(খ) বাহ্যিক পরিবেশ। (External Environment)

(ক) অভ্যন্তরীণ পরিবেশ (Internal Environment) ঃ যে সকল পরিবেশগত উপাদান প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি ব্যবসায় কার্যক্রমের উপর প্রভাব বিস্তার করে কিন্তু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়ন্ত্রণযোগ্য তাকে ব্যবসায়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ বলে। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বিরাজমান অবস্থা ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শক্তি বা পক্ষমূহের সমন্বয়ে এরূপ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। যেমন- গ্রাহক, সরবরাহকারী, মধ্যস্থকারবারী, প্রতিযোগী ইত্যাদি।

Bickly W. Griffin -এর মতে "Internal environment is the conditions and forces within organisation." অর্থাৎ সংগঠনের ভেতরের অবস্থা ও শক্তিসমূহকে অভ্যন্তরীণ পরিবেশ বলে।

অভ্যন্তরীণ পরিবেশ প্রতিষ্ঠান নিজেই তৈরি করতে পারে এবং ইচ্ছানুযায়ী এর নিয়ন্ত্রণ করতে বা পরিবর্তন ঘটাতে পারে। অভ্যন্তরীণ পরিবেশকে ব্যষ্টিক (Micro) পরিবেশও বলা হয়ে থাকে।

(খ) বাহ্যিক পরিবেশ (External Environment) ঃ পরিবেশের যে সব উপাদান পরোক্ষভাবে ব্যবসায় কার্যক্রমের উপর প্রভাব বিস্তার করে যে উপাদানগুলোকে প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না কিন্তু হ্রাস করতে পারে। সেগুলোকে ব্যবসায়ের বাহ্যিক পরিবেশ বলে। এরূপ পরিবেশের উপাদান বাহ্যিকভাবে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে প্রভাব ফেলে। যেমন- অর্থনৈতিক শক্তি, প্রযুক্তির উন্নয়ন, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক পরিবেশ ইত্যাদি।

Rickly W. Griffin-এর মতে, "External environment is everything outside an organisaton that might effect it." অর্থাৎ বাইরের যা কিছু সংগঠনে প্রভাব বিস্তার করে তাকে বাহ্যিক পরিবেশ বলে।

প্রতিষ্ঠানের বাইরের বিভিন্ন শক্তি ও পারিপার্শ্বিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত অবস্থা হতে ব্যবসায়ের বাহ্যিক পরিবেশে সৃষ্টি হয় যা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কিন্তু যতটা সম্ভব কমানো চেষ্টা করে থাকে।

অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উপাদানসমূহ
Components of Internal Environment

প্রত্যেকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন করা। মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে পণ্যদ্রব্য সেবাকর্ম উৎপাদন ও বণ্টন করতে হয়। এ কারণে প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন পক্ষের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করতে হয়। পক্ষমূহই হচ্ছে ব্যবসায়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উপাদান। নিম্নে ব্যবসায়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উপাদানসমূহ আলোচনা করা হল ঃ

(ক) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিবেশ (Organisational environment) ঃ প্রতিষ্ঠান নিজেই অভ্যন্তরীণ পরিবেশের অন্যতম উপাদান হিসেবে গণ্য হয়। যে কোন কোম্পানি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মূলত কতকগুলো বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের কাজের ধরন অনুযায়ী এসব বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। যেমন- উৎপাদন বিভাগ, ক্রয় বিভাগ, বিক্রয় বিভাগ, হিসাব বিভাগ, কর্মী বিভাগ, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ ইত্যাদি। এদের প্রতিটি বিভাগের সাথে অন্য বিভাগের কাজের পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। এসব পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিভাগ বা পক্ষগুলো নিজে কোম্পানি / প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ গঠিত হয়। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উপাদান ও এদের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো হলঃ

(খ) সরবরাহকারী (Suppliers) ঃ প্রত্যেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়। যেসব ব্যক্তি বা ফার্ম পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও উপকরণসমূহের যোগান দেয় তাদেরকে সরবরাহকারী বলে। কাঁচামালের যোগান সঠিক সময়ে বা সঠিক মূল্যে পাওয়া না গেলে প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সমস্যায় পড়তে হয়। তাই উৎপাদক প্রতিষ্ঠানকে কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ পরিস্থিতি অনুকূলে রাখার জন্য উপযুক্ত সরবরাহকারী চিহ্নিত করতে হয় এবং তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। সরবরাহ সংক্রান্তএরূপ কর্মকাণ্ড ব্যবসায়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত।

(গ) মধ্যস্থ ব্যবসায়ী (Middlemen) ঃ মধ্যস্থ ব্যবসায়ী এক ধরনের বাজারজাতকরণ প্রতিষ্ঠান যারা উৎপাদনকারী ও ভোগকারীদের মধ্যে অবস্থান করে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় ও বণ্টনে সহায়তা করে। মধ্যস্থ ব্যবসায়ীগণ কাজের ধরনের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। যথা- পাইকার, খুচরা ব্যবসায়ী, প্রতিনিধি, দালাল, ফড়িয়া, ঝুঁকিবাহক প্রভৃতি। এসব মধ্যস্থ ব্যবসায়ীগণ পণ্য ও সেবাকর্মের স্বত্বগত, স্থানগত ও কালগত উপযোগ সৃষ্টি করে ব্যবসায়ের কার্যপ্রক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

(ঘ) গ্রাহক (Customers) ঃ সব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে এর বর্তমান ও ভবিষ্যত গ্রাহক তথা বাজার সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান ও তথ্য জানতে হয় যাতে দক্ষতার সাথে পণ্যসামগ্রী গ্রাহকদের নিকট পৌঁছে দিতে পারে। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে সাধারণত যেসব গ্রাহক/ বাজার পরিলক্ষিত হয় তারমধ্যে ভোক্তা বাজার, শিল্প বাজার, পুনঃবিক্রেতার বাজার বা পাইকারি ও খুচরা বাজার, সরকারি বাজার, আন্তর্জাতিক বাজার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

(ঙ) প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান (Competitors) ঃ বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় জগতে প্রতিযোগীদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মকাণ্ড ও কর্মকৌশল কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে বাজারে টিকে থাকতে হলে প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করার কৌশল আয়ত্ত করতে হয়। প্রতিযোগীদের তুলনায় অধিক গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন করে ক্রেতা সন্তুষ্টি অর্জন সকল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয় এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিহ্নিত করে সেই অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়।

(চ) জনসাধারণ (Public) ঃ প্রায় সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কতপিয় জনগোষ্ঠী দ্বারা পরিবেষ্টিত, সেগুলো হল– (১) আর্থিক জনগোষ্ঠী বা ব্যাংক/লগ্নী প্রতিষ্ঠান যারা অর্থসংস্থানে সহায়তা করে, (২) প্রচার জনগোষ্ঠী বা গণমাধ্যম যারা বিভিন্ন তথ্য প্রচার করে, (৩) সরকার জনগোষ্ঠী, (৪) ভোগকারী জনগোষ্ঠী (৫) প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ জনগোষ্ঠী ইত্যাদি। এসব জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনার উপরই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে।

পরিবেশে উল্লিখিত উপাদানগুলো ব্যবসায় কার্যক্রমে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব ফেলে। ব্যবসায়ীকে পরিবেশগত এসব উপাদান অবশ্যই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়।

বাহ্যিক পরিবেশের উপাদানসমূহ

Components of External Environment

কতিপয় বাহ্যিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও শক্তি বা পক্ষসমূহ ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে পরোক্ষা অথচ সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। নিম্নে বাহ্যিক পরিবেশের আওতাধীন উপাদানসমূহ আলোচনা করা হল ঃ

(ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ (Natural Environment) ঃ কোন দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর সেই দেশের প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব অনস্বীকার্য। দেশের অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, জলবায়ু, নদ-নদী প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি নিয়ে একটি দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত। প্রাকৃতিক পরিবেশগত উপাদানের বিভিন্নতার কারণেই এক এক দেশে বা অঞ্চলে এক এক ধরনের ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। আমরা জানি প্রকৃত সৃষ্টি কর্তার দান এবং তিনিই এর নিয়ন্ত্রণ করেন। ফলে অনেক সময় বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন- বন্যা, ভূমিকম্প, ঝড়, সুনামি ইত্যাদি ব্যবসায় কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে যা অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সমূহ ক্ষতি সাধন করতে পারে।

(খ) অর্থনৈতিক পরিবেশ (Economic Environment) ঃ ব্যবসায়িক কার্যক্রমে অর্থনৈতিক পরিবেশ ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান হিসেবে গণ্য হয়। ব্যবসায়ীকে ব্যবসায়িক কার্য সম্পাদনে অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়। অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থা, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, আর্থিক নীতি, জনগণের আয় ও ক্রয় ক্ষমতা সুদের হার, মুদ্রাস্ফীতি, শুল্ক ও কর ব্যবস্থা ইত্যাদি অর্থনৈকিত পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিষ্ঠানকে এসব অর্থনৈতিক পরিবেশগত উপাদানগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করে ব্যবসায় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়। অর্থনৈতিক পরিবেশের উপর ভিত্তি করে উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ, বিনিময়, আয়-ব্যয় ইত্যাদি সংঘটিত হয়ে থাকে।

(গ) রাজনৈতিক পরিবেশ (Political Environmnt) ঃ কোন দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ ব্যবসায়ের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। দেশের আইন-শৃঙ্খলা, সার্বভৌমত্ব, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের দর্শন, রাজনীতিবিদদের ভূমিকা প্রভৃতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে রাজনৈতিক পরিবেশ। অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ উন্নত ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক। দেশে রাজনৈতিক অরাজকতা বা বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে জানমালের নিরাপত্তা থাকে না, লুটপাটের ভয় থাকে, আইনের শাসন অচল হয়ে পড়ে। এ ধরনের পরিস্থিতি ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করে।

(ঘ) আইনগত পরিবেশ (Legal Environment) ঃ একটি দেশের আইনগত কাঠামো, সরকারের বাণিজ্য নীতি বাণিজ্যিক ও শিল্পীর আইন, বিনিয়োগ নীতি, শ্রম নীতি, মজুরি নীতি, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ইত্যাদি মিলে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাকে আইনগত পরিবেশ বলে। প্রত্যেক দেশেই ব্যবসায় বা বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন ব্যবসায় তার স্বার্থে যা খুশি তাই করতে পারেন না। ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন ধররে আইনের বিধি-বিধান, আইনগত নীতিমালা ও কাঠামো তথা আইনগত পরিবেশ সম্পর্কে অবগত থেকে ব্যবসায় বা বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। মোট কথা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা সবই আইনের অধীন। যা কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পরিবর্তন করে নিজের সুবিধামত তৈরী করা যায় না।

(ঙ) প্রযুক্তিগত পরিবেশ (Technological Environment) ঃ ব্যবসায়ের উপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তিগত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নিত্য নতুন যন্ত্রপাতি, কলাকৌশল উদ্ভাবন এবং নতুন নতুন পণ্যের আবিষ্কার সম্ভব হচ্ছে। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে। ক্রমাগত বর্তমান জগতে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটছে। এ সময়ে প্রযুক্তিগত পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন।

(চ) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ (Cultural Environment) ঃ সাংস্কৃতিক পরিবেশ বলতে দেশের লোকজনের আচার-আচরণ, বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, স্বভাব ও মন-মানসিকতা, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা, আচার পদ্ধতি

ইত্যাদিকে বুঝায়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ নিরাপদ, সহজ ও উন্নত হলে ব্যবসায়ের পরিবেশও উন্নত হয়। অন্যদিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, গোঁড়া, বর্ণবাদী ও হীনমন্য সমাজে ব্যবসায়ের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

বাংলাদেশের ব্যবসায় পরিবেশ
Business Environment of Bangladesh

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল কৃষি প্রধান দেশ। যদিও কৃষি এদেশের মানুষের প্রধান উপজীবিকা কিন্তু জীবিকা নির্বাহের অন্যতম উপায় হিসেব ব্যবসায়ের স্থান কোন অংশেই কম নয়। কিন্তু অনুন্নত আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ দরিদ্র জনগোষ্ঠী, প্রকট বেকার সমস্যা, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, অবাধ চোরাচালান ও কালোবাজার প্রতিযোগিতায় অসামর্থ্য, সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ইত্যাদি নেতিবাচক দিকগুলো ব্যবসায়ের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। যে কারণে এদেশে শিল্প-কারখানা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সন্তোসজনক কোন প্রসার ঘটেনি।

(ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ (Nutural Envionment) ঃ বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু ব্যবসায়-বাণিজ্য গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অনুকূল। এখানকার নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, উর্বর মৃত্তিকাসম্পন্ন বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি কৃষিকাজের জন্য অত্যন্ত উপযোগী হলেও নানা প্রতিকূলতার কারণে এদেশে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেনি। ফলে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ততটা প্রসার লাভ করতে পারেনি।

(খ) অর্থনৈতিক পরিবেশ (Economic Environment) ঃ বাংলাদেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প-করখানা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ততটা অনুকূল নয়। এদেশে জনগণ দরিদ্র এবং তাদের নিু মাথাপিছু আয়ের কারণে সঞ্চয়ের পরিমাণ খুবই কম। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৮-এর এক রিপোর্টে দেখা যায় ১৯৯৬-৯৭ সালে এদেশে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৭.৩% ভাগ। অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ ছাড়া বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণও এদেশে আশাব্যঞ্জক নয়। অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থাও এখন খুব একটা ভাল অবস্থানে নেই বললেই চলে। তবে জনবহুল দেশ হওয়ায় এখানে বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা বিনিয়োগ সহায়ক। সুলভে দক্ষ শ্রমিকও এখানে পাওয়া যায়। সরকার কার্যকর মুদ্রা নীতি ও শিল্প নীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে বেসরকারি ও বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

(গ) সাংস্কৃতিক পরিবেশ (Cultural Environment) ঃ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবেশ ব্যবসায়ের প্রতিকূলে নয়। এদেশের জনগণের, বিশ্বাস, রীতি-নীতি ও ধ্যান-ধারণা দেশে শিল্প-কারখানা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে গড়ে তোলার অনুকূলেই বলা চলে। তবে ব্যক্তিস্বার্থ, শিক্ষা-দীক্ষা, দুর্নীতি, অল্প পরিশ্রমে বেশি পাওয়ার মানসিকতা ইত্যাদি প্রতিকূল পরিবেশ বিদ্যমান।

(ঘ) রাজনৈতিক পরিবেশ ঃ যে কোন দেশের শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য স্থিতিশীল ও সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিবেশ থাকা চাই। সুষ্ঠু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং অনুকূল সরকারি ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুফলের পরিবর্তে অনেকটা বিরূপ প্রভাব ফেলে। এখানকার রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শিতা, দলগত হানাহানি, দলীয়করণের মানসিকতা ও স্বজন-প্রীতি, অন্যায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, ব্যক্তি স্বার্থপরতা, হরতাল, অবরোধ ইত্যাদি অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশ ব্যবসায়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ উন্নত না হলে শিল্পোদ্যোগ বিকাশ ব্যাহত হবে।

(ঙ) আইনগত পরিবেশ ঃ সুষ্ঠু ও শক্তিশালী আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ব্যবসায়ের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে আইনগত পরিবেশ সুদৃঢ় নয়। দেশে আইনের শাসন নেই বললেই চলে। আইনের যথার্থ প্রয়োগের অভাবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটছে, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, চোরাকারবারি ও কালোবাজারীদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসবই ব্যবসায়ের প্রতিকূলে প্রভাব বিস্তার করছে। এদেশে ব্যবসায় পরিবেশের উন্নয়ন ঘটাতে হলে আইনগত পরিবেশের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

(চ) প্রযুক্তিগত পরিবেশ ঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের দিক থেকে বাংলাদেশ আধুনিক বিশ্ব থেকে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। যে কারণে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এদেশ পরনির্ভরশীল। দেশীয় প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও উন্নয়নেও এখানে তেমন একটা

গবেষণা হয় না। তবে শিল্প স্থাপনের জন্য বিদেশ হতে নতুন প্রযুক্তি আমদানি ও ব্যবহারের কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা নেই। প্রযুক্তিগত পরিবেশের অভাবে এদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে।

উপরের আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের ব্যবসায়ের পরিবেশ সন্তোষজনক নয়। যে কারণে এদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য আশানুরূপভাবে গড়ে উঠতে পারছে না। দেশের সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকার, রাজনৈতিক দল, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, ব্যবসায়ী শিল্পপতিসহ সবাইকে ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নয়নে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারকে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে বিভিন্ন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পাঠ-সংক্ষেপ

- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বহির্ভূত বিভিন্ন পক্ষ বা শক্তি বা অবস্থা বা বিভিন্ন উপাদান, যা ব্যবসায়ের গঠন, পরিচালনা বা প্রবৃদ্ধির উপর ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে, তাকে ব্যবসায়িক পরিবেশ বলে।
- ব্যবসায়িক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান গুলি হলঃ প্রাকৃতিক পরিবেশ, অর্থনেতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিবেশ, প্রযুক্তিগত পরিবেশ ও আইনগত পরিবেশ।
- আয় বৃদ্ধি পেলে ভোগবাড়ে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়ে। ফলশ্রুতিতে মূলধন গঠন সহজ হয়। যা ব্যবসায়ের জন্য খুবই অনুকুল।
- মানুষের রুচি, পছন্দ, শিক্ষাদীক্ষা, মূল্যবোধ, নৈকিতা, সংস্কৃতি, ধর্মানুভূতি ইত্যাদি মিলে সামাজিক পরিবেশ গড়ে উঠে।
- সরকারের শাসন ব্যবস্থার ধরন, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি, রাজনৈকি দল সমুহের দর্শন, সরকারের স্থিতিশীলতা, জনগণের রাজনীতি চিন্তা-চেতনা, দেশের সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি মিলে রাজনৈতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়।
- অনুকুল রাজনৈতিক উন্নত ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক।
- সরকারের রাজস্বনীতি, বিনিয়োগ নীতি, আমদানী-রপ্তানী নীতি, শ্রম নীতি, মজুরী নীতি, ক্রেতা অধিকার সংরক্ষণ নীতি, বিনিয়োগ সংরক্ষণ আইন, শিক্ষা সম্পর্ক আইন, কারখানা আইন, বিক্রয় আইন ইত্যাদি মিলে ব্যবসায়ের আইনগত পরিবেশের সৃষ্টি হয়।
- বিভিন্ন আইনের বেড়াজালের মধ্যে থেকেই ব্যবসায়ীকে তার ব্যবসায় পরিচালনা করতে হয়।
- যে দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানে যত উন্নত সে দেশ ব্যবসায়-শিল্পে ও বাণিজ্যে তত উন্নত।
- বিভিন্ন প্রাকৃতিক সুবিধাদির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম শিল্প-কারখানা, ব্যবসায়-বাণিজ্য গড়ে উঠেছে।
- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যবসায়ের জন্য অনুকুল হলেও এখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ নির্ভর শিল্প-কারখানা তেমন গড়ে উঠেনি।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিবেশ, প্রযুক্তিগত পরিবেশ ব্যবসায়ের জন্য অনুকুল নয়।
- বাংলাদেশের হতাশাব্যঞ্জক ব্যবসায়িক পরিস্থিতির উন্নতির জন্য প্রয়োজন, দেশ প্রেমিক জাতীয়তাবাদী সরকার, রাজনৈতিক দল সমূহের ইতিবাচক রাজনীতি, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, প্রশাসন, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি সহ সুধীজনের সম্মিলিত আন্তরিক প্রয়াস। সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, সৎ, যোগ্য ও বলিষ্ট নেতৃত্ব।

ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা
(Business Ethics, value & Social Responsibilities)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ⑤ ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব বলতে কি বোঝায় তা বুঝতে পারবেন।
- ⑤ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত বিভিন্ন পক্ষসমূহের নাম জানতে পারবেন।
- ⑤ বিভিন্ন পক্ষের প্রতি ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্বসমূহ কি, তা জানতে পারবেন।
- ⑤ ব্যবসায়ের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
- ⑤ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে স্বীকৃত নৈতিকতা বা নীতিবোধগুলো কি কি সে সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু (Subject matter)

ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব বলতে কি বোঝায়?

ব্যবসায় এবং সমাজ অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। কেননা সমাজেই ব্যবসায়ের জন্ম, সমাজেই উহার লালন-পালন এবং সমাজেই উহার বিকাশ ও সম্প্রসারণ। এজন্যই ব্যবসায়কে এখন সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়। ব্যবসায়ের একটি সামাজিক সত্তা রয়েছে। সমাজের মানুষের বিভিন্ন বস্তুগত ও অবস্থাগত চাহিদা পূরণের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করাই ব্যবসায়ীর কাজ। যে ব্যবসায় এরূপ অভাব পূরনে ব্যর্থ হয়, সেই ব্যবসায়ীর পক্ষে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। এক সময় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল যত বেশী সম্ভব মুনাফা অর্জন করা। বর্তমানে এ ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। মুনাফা অর্জনের সাথে সাথে ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা পক্ষ সমূহের প্রতিও দায়িত্ব পালন করতে হয়। যা ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে গণ্য।

ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব সেই সকল দায়বদ্ধতার সংগে সম্পর্কযুক্ত যা পালনের ফলে সমাজের কল্যাণ ও এর অগ্রগতির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্বার্থ ও সংরক্ষিত হয়। এ প্রসংগে বিশ্ববিখ্যাত ব্যবস্থাপনা বিশারদ Petter F. Drucker-এর বক্তব্য স্মরণ করতে পারি। তিনি বলেছেন-"ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এমন ভাবে পরিচালিত হতে হবে যাতে তা মানব কল্যাণের মাধ্যমে ব্যক্তিগত কল্যাণ সাধন করতে পারে।" এই প্রেক্ষিতেই L. F. Urwick আরও সুন্দর কথা বলেছেন, জীবন ধারণের উদ্দেশ্য যেমন শুধুমাত্র ভোজন করা নয় তেমনি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র মুনাফা অর্জন নয়।"

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিস্কার যে, কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যা করতে আইনত বাধ্য সেটা করাকে ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব পালনের আওতায় ফেলা যায় না। ব্যবসায়ের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত বিভিন্ন পক্ষ যেমন- ক্রেতা বা ভোক্তা, কাঁচামাল সরবরাহকারী, নিজস্ব ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, পাওনাদার, মালিক, সরকার, শ্রমিক-কর্মী, বিনিয়োগকারী, প্রতিবেশী ও সমাজ প্রভৃতি পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তাদের সহযোগিতা অর্জন ও উত্তম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনাকেই ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব বলা যায়।

ব্যবসায়ের সাথে জড়িত বিভিন্ন পক্ষসমূহ

ব্যবসায়ের সাথে জড়িত বিভিন্ন পক্ষসমূহ নিম্নরূপ, যাদের প্রতি ব্যবসায়ের দয়িত্ব পালনের সুযোগ রয়েছেঃ

ক. মালিক বা বিনিয়োগকারী	খ. ক্রেতা বা ভোক্তা
গ. শ্রমিক-কর্মী	ঘ. স্বগোত্রীয় ব্যবসায়
ছ. এলাকাবাসী	জ. সমাজবাসী প্রভৃতি।

ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্বসমূহ (social responsibilities of business)

আধুনিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নলিখিত বিভিন্ন পক্ষের প্রতি বিভিন্ন ভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে। নিম্নে পর্যায়ক্রমে ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্বসমূহ তুলে ধরা হলঃ

১. মালিক বা বিনিয়োগকারীদের প্রতি-দায়িত্ব

বিনিয়োগকারীরা তাদের কষ্টের সঞ্চয়কে বিনিয়োগ করে মুনাফায়ে প্রত্যাশায়। আর ব্যবসায়ে যদি মুনাফা না হয়ে ক্ষতি হয় তাহলে সে ব্যবসায় বেশীদিন টিকতে পারে না। তাই ব্যবসায়ের সর্ব প্রধান দায়িত্ব হল বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা করা। বিনিয়োগকারীদের প্রতি ব্যবসায়ের দায়িত্ব হলঃ

- বিনিয়োগকৃত অর্থের যুক্তিযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় পরিচালনা;
- কাম্য মুনাফা অর্জন ও তা বিতরণ করা;
- যথাযথ ভাবে ব্যবসায়ের হিসাব সংরক্ষণ, আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত ও পেশ করা;
- সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার;
- বিনিয়োগকারীদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা।

২. শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি দায়িত্ব-

ব্যবসায়ের প্রাথমিক উন্নতি নির্ভর করে শ্রমিক-কর্মচারীদের পরিশ্রমের উপর। তাই তাদের সন্তুষ্ট ও কর্মচঞ্চল রাখার জন্য তাদের প্রতি ব্যবসায় নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতে পারেঃ

- আন্তরিকতা পূর্ণ ব্যবহার;
- ন্যায্য মজুরি প্রদান;
- সুষ্ঠু কার্যপরিবেশ গড়ে তোলা;
- পরিবহন বাসস্থান ও চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা;
- ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা;
- প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করা;
- চাকুরী শেষে ভবিষ্যৎ আর্থিক নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করা।

৩. ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি দায়িত্ব

ক্রেতা বা ভোক্তারা হল ব্যবসায়ের প্রাণ, অন্য কথায়, ভোক্তাদের কে বলা হয় রাজা। কারণ ক্রেতারা পণ্য কিনলে ব্যবসায় টিকে থাকবে, আর তারা পণ্য পছন্দ না করলে উৎপাদন অর্থহীন অর্থাৎ ব্যবসায় মারা যাবে। ভোক্তারা সমাজের একটি বড় অংশ। কাজেই ভোক্তাদের বাড়তি সহযোগিতার আশায় ব্যবসায় তাদের প্রতি নিম্নোক্ত ভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেঃ

- ন্যায্যমূল্যে উন্নত মানের পণ্য সরবরাহ করে;
- পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা;
- পণ্যের সরবরাহ সারা বৎসর নিশ্চিত করা;
- নুতন নুতন পণ্য উৎপাদন করে ক্রেতাদের সর্বোচ্চ তৃপ্তি নিশ্চিত করা;
- পণ্য ও বাজার সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ ও উপদেশ প্রদান করা ইত্যাদি;

৪. সরবরাহকারী এবং পাওনাদার / ঋণ দাতাদের প্রতি দায়িত্ব

- সরবরাহকারীদের কাঁচামালের ন্যায্যমূল্য প্রদান;
- ঋণদাতাদের ঋণের টাকা বা পাওনাদারদের প্রাপ্য টাকা যথা সময়ে পরিশোধ করা;
- ঋণের সুদ নিয়মিত পরিশোধ করা ইত্যাদি।

৫. সরকারের প্রতি দায়িত্ব

ব্যবসায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হল সরকার। দেশের ব্যবসায় তথা শিল্প-বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সরকারের যেমন দায়িত্ব রয়েছে। তেমনভাবে ব্যবসায়েরও দায়িত্ব রয়েছে সরকারের প্রতি। কারণ সবাইকে নিয়েই সরকার। ব্যবসায় সরকারের প্রতি যে সকল দায়িত্ব পালন করতে পারে তাহলঃ

- সরকারী আইন-কানুন ও রীতিনীতি মেনে চলা;
- সরকারকে সর্বোচ্চ কর ও রাজস্ব প্রদান করা;
- বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে মুদ্রা নীতি, রাজস্বনীতি, বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা;
- রাষ্ট্রের স্বার্থ বিরোধী সকল কার্যকল্যাণ থেকে বিরত থাকা;
- ব্যবসায় সম্প্রসারণের মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৬. এলাকাবাসীদের প্রতি দায়িত্ব

যে স্থানে বা যে এলাকায় শিল্প কারখানা স্থাপিত হয় সেই এলাকার জনগণের জন্য কিছু করা ব্যবসায়ের জরুরী দায়িত্ব রয়েছে। কারণ কারখানার শব্দ, ধোয়া ও আবর্জনা এলাকার পরিবেশকে দারুন ভাবে দূষিত করে। তাই এলাকার প্রতি ব্যবসায়ের করণীয় হলঃ

- রাস্তাঘাট উন্নয়নে সহায়তা করা;
- স্কুল, কলেজ, পাঠাগার, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির হাসপাতাল, ক্লাব ইত্যাদি নির্মাণ করা;
- ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের ত্রাণ ও পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;
- তাদেরকে প্রয়োজনে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার জন্য বৃক্ষরোপন সহ অন্যান্য কল্যাণ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইত্যাদি।

৭. সমাজের প্রতি দায়িত্ব

সমাজ ও সমাজের মানুষকে ঘিরেই ব্যবসায় এবং এর কার্যাবলী আবর্তিত হয়। সমাজ হতে নানা রকম সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেই ব্যবসায় সমৃদ্ধ হয়। কারণ ব্যবসায়ের কাঁচামাল আসে সমাজ থেকে, মূলধন আসে সমাজ থেকে, শ্রম আসে সমাজ থেকে। কাজেই সমাজের প্রতি ব্যবসায়ের দায়িত্ব অপরিসীম। তাই নিম্নোক্ত উপায়ে ব্যবসায় সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারেঃ

- সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন ও সরবরাহ;
- পণ্যে ভেজাল না দেয়া;
- ওজনে কম না দেয়া;
- জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- চোরাকারবারী, মুনাফাখোরী ও ফটকাবাজী হতে বিরত থাকা;
- পণ্যের জন্য ন্যায্য মুল্য নির্ধারণ করা;
- জাতীয় সম্পদের সম্ভব সর্বোচ্চ ব্যবহার করা;
- হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান গঠন করা বা গঠনে সহায়তাদান করা;
- জনগণকে পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সচেতন করা;
- সমাজ কল্যাণে মুনাফার কিছু অংশ ব্যয় করা;
- দুর্যোগের সময় ত্রাণ কাজে অংশগ্রহণ করা;
- খেলাধুলায় পৃষ্ঠপোশকতা করা ইত্যাদি।

৮. স্বগোত্রীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি দায়িত্ব

অসুস্থ্য ও ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা প্রতিরোধ করার জন্য স্বগোত্রীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি ও ব্যবসায়ের দায়িত্ব রয়েছে। কারণ অন্যায় ও ক্ষতিকর প্রতিযোগিতার ফলে সমাজ তথা দেশেরই ক্ষতি হয়। কাজেই প্রত্যেক ব্যবসায়ীর প্রতি প্রত্যেক ব্যবসায়ীর কিছু দায়িত্ব রয়েছে। এগুলো হলোঃ

- স্বগোত্রীয় ব্যবসায়ীদের নিয়ে সমিতি গঠন করা;
- অন্যায় ও ক্ষতিকর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হওয়া;
- ব্যবসায়ীদের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান করা;
- পারস্পরিক সহযোগিতা করা ইত্যাদি।

ব্যবসায়ের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা (Business Ethics & Value)

ব্যবসায় সমাজবিজ্ঞানের একটা গুরুত্বপূর্ণ শাখা হওয়ায় এরূপ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার বিষয়টি এর আগে তেমন গুরুত্ব না পেলেও বর্তমানে তা সর্বত্রই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়।

মূল্যবোধ হল কোন বিষয়ের উপর অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ধারণা। এটা মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, মনোভাব পরিবর্তনের সাতে মূল্যবোধ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। আর নৈতিকতা ব্যবসায়ের সাথে জড়িত ও বিভিন্ন পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তাদের সহযোগিতা অর্জন ও উত্তম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনাকেই ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব বলে।

- ব্যবসায়ের সাথে জড়িত বিভিন্ন পক্ষে প্রতি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তাদের সহযোগিতা অর্জন, ও উত্তম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনাকেই ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব বলে।

- ব্যবসায়ের সাথে জড়িত বিভিন্ন পক্ষসমুহ, যাদের প্রতি ব্যবসায়ে দায়িত্ব পালনের সুযোগ রয়েছে, তাঁরা হল; মালিক বা বিনিয়োগকারী, শ্রমিক-কর্মচারী, ক্রেতা বা ভোক্তা, কাঁচামাল সরবরাহকারী, ঋণদাতা, সরকার, স্বগোত্রীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, এলাকাবাসী, সমাজবাসী প্রভৃতি।
- ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব সমূহ হলঃ বিনিয়োগকারীদের মূলধনের কাম্য ব্যবহার ও মূলধনের নিরাপত্তা বিধান করা, কাম্য মুনাফা অর্জন ও বিতরণ, শ্রমিকদের প্রতি উত্তম ব্যবস্থার ও তাদের ন্যায় মজুরী ও সুযোগ সুবিধা প্রদান করা, বোক্তাদের জন্য ন্যায্য মূল্যে উত্তম পণ্য যথা সময়ে সরবরাহ করা, পাওনাদারদের পাওনা যথা সময়ে নিশ্চিত করা, সরকার কে কর ফাঁকি না দেয়া, এলাকাবাসীদের জন্য স্কুল, কলেজ, মাদাসা, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট ইত্যাদি তৈরী করা প্রভৃতি।
- মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, মনোভাব, ধর্মানুভুতি ইত্যাদি পরিবর্তনের সাথে মূল্যবোধ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়।
- মূল্যবোধ ধন্ত্রক ও ঋণ্ত্রক হতে পারে।
- ধন্ত্রক মূল্যবোধ ব্যবসায়ের জন্য অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

কোন্‌টি ভাল আর কোন্‌টি মন্দ অথবা কোনটি উচিৎ বা কোন্‌টি অনুচিত তা স্পষ্টভাবে বিচার করে ভালটি বা উচিৎটি গ্রহণ করা। নীতিবোধ মূলতঃ সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।অতএব দেখা যাচ্ছে যে, মূল্যবোধ ধন্ত্রক বা ঋণ্ত্রক হতে পারে। কিন্তু নৈতিকতা সব সময় ধন্ত্রক। মূল্যবোধ পরিবর্তশীল। যেমন- যত বেশী সম্ভব মুনাফা অর্জন এক সময় ব্যবসায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এটা ঋণ্ত্রক মূল্যবোধ। বর্তমানে মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সমাজ সেবাকে গুরুত্ব দেয়া হয়। এটা ধন্ত্রক মূল্যবোধ। সততা, ন্যায় পরায়ণতা, সহযোগিতা, শৃঙ্খলা, একতা, ঔচিত্যবোধ, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি নৈতিকতার উদাহরণ। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীকে নৈতিকতা সম্পন্ন হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। কেননা, ব্যবসায়ী যদি নৈতিকতা বিবর্জিত হয় তাহলে দেশ তথা সমগ্র জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন- চোরাকারবারী, ক্ষতিকর দ্রব্য উৎপাদন, মাদক দ্রব্যের ব্যবসায় ইত্যাদি। এ সমস্ত ব্যবসায় সমাজের প্রতিটি লোকের জন্য ক্ষতিকর। ব্যবসায়ী যদি নৈতিকতার সাথে কাজ করে তাহলে সরবরাহকারী, ভোক্তা, শ্রমিক, কর্মচারী, সমাজ সরকার বিনিয়োগকারী, সাধারণ জনগণ প্রত্যেকেই উপকৃত হবে। জাতীয় উন্নয়ন ঘটবে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ব্যবসায়ী স্থান করে নিতে পারবে।

সুতরাং, ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা ব্যবসায়ীকে সৎ, ন্যায়-পরায়ণ, বিশ্বাসী ও আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে। এর মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব পালন, অশুভ প্রতিযোগিতা রোধ ও সামাজিক প্রত্যাশা পূরণ সম্ভভ হয়। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যে সকল মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সকল সমাজেই স্বীকৃতি লাভ করেছে তা নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

১. বৈধ উপায়ে ব্যবসায় পরিচালনা করা এবং সকল ধরনের অবৈধ ব্যবসায় ও কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকা;
২. সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ উৎপাদন, বন্টন, শ্রমিক নিয়োগ, প্রমোশন, সবকিছুতে সততা ও ন্যায়নীতি বজায় রাখা ও নির্ভরতার গুণ অর্জন করা;
৩. ব্যবসায়ের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালন করা;
৪. বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি না করা এবং পণ্য মূল্য স্থিতিশীল রাখা;
৫. যে কোন ধরনের প্রতারণা, শঠতা ও ধোকাবাজির আশ্রয় গ্রহণ না করা;
৬. ক্রেতা বা ভোক্তাদের চাহিদা মাফিক প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করা;
৭. পণ্যের উৎপাদন খরচের সাথে যৌক্তিক মুনাফা যোগ করে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা;
৮. উন্নত মানের পণ্য তৈরী ও সরবরাহ করা;
৯. ক্রেতা বা ভোক্তা তথা সমাজের জন্য ক্ষতিকর এমন পণ্য সামগ্রী যেমন- মাদক দ্রব্য, বিড়ি, সিগারেট, আগ্নেয়াস্ত্র ইত্যাদি উৎপাদন বা বিক্রয় না করা;
১০. এক চেটিয়া ব্যবসায় না করা বা একচেটিয়া ব্যবসায়ী হওয়ার প্রবণতা পরিহার করা;
১১. জীবন যাত্রার ব্যয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য ন্যায্য মজুরী নির্ধারণ করা।
১২. শ্রমিক-কর্মচারীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা।
১৩. সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে নুতন নুতন শিল্প কারখানা স্থাপন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
১৪. সরকারের আর্থিকনীতি, রাজস্বনীতি, আমদানী-রপ্তানীনীতি, শিল্পনীতি, করনীতি ইত্যাদি মেনে ব্যবসায় করা।
১৫. পরিবেশ দূষণ হয় বা হতে পারে এমন শিল্প কারখানায় দূষণ রোধের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
১৬. পরিবেশ বান্ধব শিল্প-কারখানা তৈরী করা এবং পরিবেশের ক্ষতি করে এমন পণ্য যেমন পলিথিন ব্যাগ তৈরী না করা।
১৭. সকলের পাওনা যথা সময়ে পরিশোধ করা।
১৮. ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে তা মেরে দেয়ার চেষ্টা না করা।

১৯. সরকারকে কর ফাঁকি না দেয়া এবং খাজনা, ভ্যাট, এক্সাইজ ইত্যাদি ঠিকমত পরিশোধ করা।
২০. স্বগোত্রীয় ব্যবসায়ীদের সাথে অন্যায় ও ক্ষতিকর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হওয়া।
২১. রাস্তাঘাট, পুল, কাল ভার্ট তৈরী, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা তৈরী, হাসপাতাল তৈরী, ইত্যাদি জনহিতকর কাজে মুনাফার একটি অংশ ব্যয় করা।

পাঠ-সংক্ষেপ

- জীবন ধারণের উদ্দেশ্য যেমন শুধুমাত্র ভোজন করা নয়, তেমনি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র মুনাফা অর্জন করা নয়।
- কোনটি উচিত বা কোনটি অনুচিত তা স্পষ্টভাবে বিচার করে ভালটি বা উচিৎটি গ্রহণ করাকেই নৈকতকতা বলে।
- নৈতিকতা সব সময়ই ধন্ধ্রক।
- ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীকে নৈতিকতা সম্পন্ন হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।
- ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে স্বীকৃত প্রধান প্রধান মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সমূহ হল- বৈধ উপায়ে ব্যবসায় পরিচালনা, উৎপাদন ও বন্টনসহ সকলক্ষেত্রে সততা ও ন্যায়নীতি বর্জায় রাখা, বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি না করা, যে কোন ধরনের প্রতারণা, শঠতা ও ধোকা বাজির আশ্রয় গ্রহণ না করা; ভোক্তা বা সমাজের জন্য ক্ষতিকর পণ্য দ্রব্য উৎপাদন না করা, একচেটিয়া প্রবণতা পরিহার করা, শ্রমিক-কর্মীদের জন্য ন্যায্যমজুরী নির্ধারণ করা, পরিবেশ দূষণ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করাও পরিবেশ বান্ধব পণ্য উৎপাদন করা, সরকারকে কর ফাঁকি না দেয়া এবং স্বগোত্রীয় ব্যবসায়ীদের সাথে অন্যায় ও ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা না করা ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. ব্যবসায়ের সংজ্ঞা দিন।
২. সংক্ষেপে ব্যবসায়ের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।
৩. ব্যবসায় পরিবেশ কাকে বলে।
৪. ব্যবসায় কি ভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে?

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. ব্যবসায়ের প্রকৃতি আলোচনা করুন।
২. ব্যবসায়ের আওতা আলোচনা করুন।
৩. ব্যবসায়ের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৪. শিল্পের শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করুন।
৫. বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা গুলো কি কি? উহা কিভাবে দূর করা যায়।
৬. প্রত্যক্ষ সেবা কর্মগুলো কি কি?
৭. ব্যবসায়িক পরিবেশ- এর উপাদানসমূহ কি কি?
৮. বিভিন্ন পরিবেশ কিভাবে ব্যবসায়কে প্রভাবিত করে আলোচনা করুন।
৯. সমাজে স্বীকৃতি ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সমূহ বর্ণনা করুন।